ISSN 1605-2021

লোকপ্রশাসন সাময়িকী
ষোড়শ সংখ্যা, সেপ্টেম্বর ২০০০, আশ্বিন ১৪০৭

সচিবালয়ে কর্মরত সিভিল অফিসারদের অবসর ও বিনোদন

মোঃ শফিকুল হক *

Leisure Behaviour of the Civil Servants Working at the Bangladesh Secretariat.

Md. Shafiqul Haque

Abstract. Leisure and recreation are indispensable part of human being. Man works for subsistence. Food, sleep, and minimum hygiene are necessary for living. Civil servants are not exceptions. As human being they also work to make living. After necessary work they also spend some amount of item for pleasure. Present study is an effort to examine the pattern of leisure and recreation of civil servants (working at Bangladesh Secretariat), problems of participating in recreation activities and demand for essential recreation facilities. The study observed great importance of leisure for civil servants residing at Dhaka a swarming city of the country. Although leisure and recreation are mentioned as a constitutional right but civil servants are yet to fully attain this right. Five important measures for providing recreation facilities to the government officials are recreation allowance, one-month compulsory recreation leave once a year, community-based library, ladies club/ladies park and establishment of new parks/open spaces/ lakes. Out of 1331 class-1 officers, working at Bangladesh Secretariat, 131 have been interviewed. Primary data for the study have been collected by administering a pre-tested questionnaire. Apart from this, secondary data have also been collected from secondary sources such as: books, periodicals dissertation, journals etc.

অবসর ও বিনোদন প্রতিটি মানুষের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। এটি মানুষের একটি অধিকার হিসেবে স্বীকৃত। ১৯৪৮সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের মানবাধিকার সংক্রান্ত সর্বজনীন ঘোষণার ২৪নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী

---

* সিনিয়র রিসার্চ অফিসার, বিপিএটিসি, সাভার, ঢাকা।

every man has the right to rest and leisure, including reasonable limitation of working hours and periodic holidays with pay (UNIFO, 1983:7). গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৫(গ) সংখ্যক অনুচ্ছেদে নাগরিকদের জন্য যুক্তিসঙ্গত বিশ্রাম, বিনোদন ও অবকাশের অধিকার অর্জন নিশ্চিত করার বিষয়টি রাষ্ট্রের দায়িত্ব হিসেবে স্বীকৃত (গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ১৯৮৮ ঃ ১১)।

বাংলাদেশের রাজধানী শহর ঢাকা বর্তমানে ক্রমবর্ধমান সন্ত্রাস, পরিবেশ দূষণ, যানজট, দারিদ্র, বস্তি, আবাসন সংকট, অপ্রতুল পরিবহন সুবিধা, অপর্যাপ্ত পার্ক/মুক্তাঙ্গন ও বিনোদন সুবিধাদিসহ নানাবিধ সমস্যায় আক্রান্ত। বাংলাদেশ সচিবালয় ঢাকা শহরের কেন্দ্রে অবস্থিত হওয়ার কারণে এখানে কর্মরত কর্মকর্তাগণও এসব সমস্যা থেকে মুক্ত নন। সরকারি অফিস আদালতে রোববার থেকে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত পাঁচদিন কাজ হয়। শুক্র ও শনি দুদিন সাপ্তাহিক ছুটি। দুপুরের খাবার/নামাজের জন্য ১৫মিনিট মধ্যাহ্ন বিরতিসহ সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত অফিস চলে। অর্থাৎ ৮ ঘন্টা কর্মদিবস হিসেবে ৪০ঘন্টা কর্মসপ্তাহ। কিন্তু ৮ ঘন্টা কর্মদিবস হলেও অফিসে যাওয়ার প্রস্তুতিসহ কর্মস্থলে যাতায়াতের জন্য গড়পড়তায় আরও ২ ঘন্টা সময় ব্যয় করতে হয়। সচিবালয়ের প্রায় সব কর্মকর্তাই ঢাকা শহরে বসবাস করেন এবং শহরের অন্যান্য অধিবাসীদের মত সমস্যা জর্জরিত নগরের ভোগান্তিও তাদেরকে পোহাতে হয়। প্রতিদিনের কাজের শেষে ক্লান্তি নিরসনের জন্য অন্যান্য মানুষের মত সরকারী কর্মকর্তাদেরও কিছুটা অবসর দরকার হয় যা তারা বিনোদনের জন্য ব্যয় করতে পারেন। এই অবসর পরবর্তী দিনের কাজের জন্য তাদেরকে শারিরীক ও মানসিকভাবে সতেজ করতে নিশ্চিতভাবে সহায়তা করে। সাপ্তাহিক ছুটির দিনগুলোতে কর্মকর্তাগণকে আবিশ্যকভাবে পারিবারিক দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় কাজের জন্য কিছুটা সময় ব্যয় করতে হয়। এই সময়ের পরিমাণ ব্যক্তিভেদে, কর্মকর্তাভেদে ভিন্ন হতে পারে। দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় কাজের শেষে তাদের

হাতে কিছুটা সময় থাকতে পারে যা তারা নিজেদের পছন্দ অনুযায়ী ব্যয় করতে পারেন।

কর্মকর্তাদের অবসরের পরিমাণ যাই হোক না কেন, ইতিবাচকভাবে অবসর কাটানোর জন্য প্রয়োজনীয় সুবিধাদি ঢাকা শহরে অত্যান্ত সীমিত। সাম্প্রতিক এক গবেষণায় দেখা গেছে যে, ঢাকা শহরবাসীদের দৈনিক গড় অবসরের পরিমাণ ৩.৬১ ঘন্টা এবং চাকরিজীবীদের ক্ষেত্রে এর পরিমাণ ৩.৫৫ ঘন্টা (হক ১৯৯৫ঃ ৫৭, ৮০)। উন্নত বিশ্বের ক্ষেত্রে দৈনিক গড় অবসর সময় হচ্ছে, আমেরিকানদের ৫.৭৬ ঘন্টা, ফরাসীদের ৪.৮ঘন্ট, ডেনিশদের ৬.৭২ ঘন্টা এবং ওলন্দাজদের ৭.৬৬ ঘন্টা (Franklin, 1988 quoted in Leitner et al., 1989:344)। উন্নত বিশ্বের তুলনায় ঢাকা শহরবাসীর অবসর কম হওয়ার কারণ হিসেবে প্রযুক্তিগত অনগ্রসরতা, মাথাপিছু নিম্ন আয় হেতু জীবিকার্জনের নিরন্তর তাগিদকে চিহ্নিত করা যেতে পারে (হক, ১৯৯৫ঃ৫৭ ৮০)। গবেষণায় আরও দেখা গেছে যে, বিনোদন সুবিধাদির অপর্যাপ্ততা ঢাকা শহরবাসীকে গৃহকেন্দ্রিক অবসর কর্মকান্ডে বাধ্য করছে (হক, ১৯৯৫ঃ৮০)। চাকরিজীবীদের অধিকাংশের মতে অবসর হলো জীবন-জীবিকা ও জীবনের পরিচর্যার জন্য অত্যাবশ্যকীয় কাজের শেষে অবশিষ্ট সময় যা স্বেচ্ছায় আনন্দের জন্য ব্যয় করা হয় (হক, ১৯৯৫ঃ৯৯)। অবসর সম্পর্কে তাদের এই ধারণা উন্নত বিশ্বের অবসর সম্পর্কিত গবেষণা দ্বারা সমর্থিত হয় (Bucher and Bucher, 1974:6) ।

উন্নত বিশ্বে অবসর গবেষণা জ্ঞানের আলাদা একটি শাখা হিসেবে বিকশিত হলেও উন্নয়নশীল দেশগুলোতে অবসর বিষয় নিয়ে উল্লেখযোগ্য গবেষণা লক্ষ্য করা যায় না। যদিও বাংলাদেশে অবসর সম্পর্কে নগণ্য সংখ্যক গবেষণা পরিচালিত হয়েছে কিন্তু এর কোনটিই সরকারি কর্মচারীদের অবসর ও বিনোদন নিয়ে আলোকপাত করেনি। (Noman, A. et al., 1962; Nabi, A.S.M., 1978; Siddiqui, M.M.R., 1990) । এ পরিপ্রেক্ষিতে উপর্যুক্ত বিষয়ে বর্তমান গবেষণায় আলোচনার প্রয়াস নেয়া হয়েছে।

অবসর ও বিনোদনের ধারণাগত দিক

অবসর হচ্ছে সেইসব কাজ যা একজন ব্যক্তি তার মুক্ত সময়ে নিজ পছন্দ মত আনন্দ, শ্লথন (relaxation) ও আত্ম-পরিতৃপ্তি, অথবা সামাজিক উপকারের উদ্দেশ্য করে থাকে (Konek and Kitch, 1994 : 176)। অবসর বিনোদনের উদ্দেশ্যে মানুষ ঘুমাতে পারে, রাত জাগতে পারে, রেস্তোরাঁয় খেতে যেতে পারে, কিন্তু এগুলো অত্যাবশ্যকীয় কাজে মধ্যে পড়ে না। অবসর হচ্ছে পেশা, চাকরি বা কোন ধরনের কর্ম সংশ্লিষ্টতা থেকে মুক্ত থাকা (Brightbill, 1960 :3)। অন্য কথায় কাজ করা বা না করার বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্ত সময়ই হচ্ছে অবসর (Hendon, 1981 :25)। অবসর হচ্ছে সময়ের একটি মাত্রা এবং সাধারণতঃ কাজ, ঘুম এবং ব্যক্তিগত ও গৃহস্থালির দৈনন্দিন ছোটখাট কাজ সম্পন্ন করার পর অবশিষ্ট সময়কে অবসর বুঝায় (Boniface, et. al., 1990:1)। অর্থাৎ জীবন জীবিকার প্রয়োজনে আনুষ্ঠানিক/অনানুষ্ঠানিক কর্তব্য ও জীবনের পরিচর্যার জন্য অত্যাবশ্যকীয় কার্যাদি শেষে ব্যক্তি যে মুক্ত সময় স্বেচ্ছায় নিজের আনন্দের জন্য ব্যয় করে সেই সময়ই হচ্ছে অবসর (Bucher & Bucher, 1974:6)। অবসর হচ্ছে কোন ব্যক্তির স্বঅধীনতা। অবসর সময় মুক্ত সময় বা স্বেচ্ছাধীন সময়ের সমার্থক। অবসরের প্রায় সব সংজ্ঞাতেই তিনটি সাধারণ বিষয় লক্ষ্য করা যায় (Knoek and Kitch, 1994 : 176)ঃ

অ) স্বেচ্ছাধীন সময় হিসেবে অবসরঃ জীবন-জীবিকা ও অস্তিত্বের প্রয়োজন (যেমন, পেশা ও গৃহস্থালির কাজ) শেষে অবশিষ্ট অবাধ বা মুক্ত সময়।

আ) স্বেচ্ছাধীন সক্রিয়তা হিসেবে অবসরঃ সেই সব কাজ যেগুলো অবশ্যই স্বাধীনভাবে নির্বাচিত বা পছন্দকৃত, কোন ধরনের প্রয়োজন বা বাধ্যবাধকতার উপস্থিতি নেই।

ই) চেতনাগত অবস্থা হিসেবে অবসরঃ স্বকীয় প্রণোদনা ও তৃপ্তি অবসরের অন্তর্ভুক্ত; কারণ অন্তর্নিহিতভাবে তৃপ্তিকর বলে একজন ব্যক্তি অবসর

সক্রিয়তায় অংশ নেয় (Haywood, Kew and Branham, 1989; Iso-Ahola, 1980; Kelly, 1982; Neulinger, 1980, 1981)।

সকল সমাজের জনসংখ্যার সকল আর্থ-সামাজিক স্তরেই অবসর ও বিনোদনের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। অবসর হচ্ছে কাজের পরিপূরক। বলা হয়ে থাকে যে, যার সন্তোষজনক কাজ ও অবসর রয়েছে তার চেয়ে সেই ব্যক্তি কম বিকশিত (এবং সম্ভবতঃ কম সুখী) যার শুধুই জীবন, অথবা প্রধানতঃ কাজ বা অবসর রয়েছে (Parker, 1991 : 24)। যদি কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠির অবসর সময়কে সন্তোষজনক ও গঠনমূলক বিনোদনে ব্যবহারের জন্য সুবিধাদি অপর্যাপ্ত থাকে তাহলে সে বা তারা সমাজের জন্য বোঝা হয়ে দাঁড়ায়; অবসরের জন্য সুবিধাদির অনুপস্থিতি সুখ ও মুক্তির পরিবর্তে বিরক্তি ও অতৃপ্তি নিয়ে আসে। অবসর মানুষকে আত্মপ্রকাশ, আত্মোপলব্ধি ও আত্মোন্নয়নের চমৎকার সুযোগ এনে দিতে পারে (Vannier, 1977:8)।

কাজ ও অবসর

কাজ হচ্ছে প্রবৃদ্ধির প্রতীক যা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নতুন প্রেরণা জোগায়। কাজ অভীষ্ট ও কার্যোপযোগী অনুভূতি সৃষ্টি করে যা আমাদের আত্ম-মর্যাদার জন্য অপরিহার্য Brightbill, 1960 :5)। যে কোন ধরনের শারীরিক এবং/অথবা মানসিক ক্রিয়াকলাপ যার মাধ্যমে প্রাকৃতিক বস্তুসমূহ অধিকতর ব্যবহারপযোগী হয়, পৃথিবী সম্পর্কে মানুষের জ্ঞান ও ধারণা উন্নত হয়-এবং/অথবা অন্যের জন্য দ্রব্য উৎপাদন বা সরবরাহ করা যায় তাকে কাজ (Work) বলা যেতে পারে (Brown, 1985:908)।

অবসর সময় কাজের (Work) সময় থেকে পৃথক। এর অর্থ এই নয় যে, একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ কাজের সময় এবং স্বতন্ত্র একটি অবসর সময় রয়েছে, বাস্তবতঃ উভয়ের ক্ষেত্রে একটি প্রাবরণ (Overlap) রয়েছে। কাজ বা অবসরের ক্ষেত্রে সময়টাই মূখ্য। কাজের সময় কাজটিই মূখ্য যদিও কখনো কিছুটা অবসর

সেখানে থাকতে পারে। একইভাবে অবসর সময় হচ্ছে কর্মমুক্ত সময় কিন্তু কিছুটা কাজও সে সময় হতে পারে। অন্যভাবে কাজের সময়টুকু একান্তভাবে কিছু অর্থনৈতিক উৎপাদনশীলতার সঙ্গে জড়িত অন্যদিকে অবসর সময় হচ্ছে কাজ থেকে বা বাধ্যবাধ্যকতা থেকে মুক্ত সময়। কর্মহীন (No work) বাধ্যবাধকতা যেমন- ধর্মীয় কাজে অংশগ্রহণ, নাগরিক কর্তব্য ইত্যাদি যেগুলো সহজাতভাবে কাজ নয়। কারণ ধর্মীয় কাজ কিংবা নাগরিক কর্তব্যের মধ্যে এক ধরনের দায়িত্ববোধ রয়েছে। অবসর-এর ধারণায় এখানে কোন সত্যিকার স্বাধীনতা নেই। সুতরাং বলা যায় যে, অবসর হচ্ছে সেই সময় যা অত্যাবশ্যকীয়ভাবে মুক্ত সময়, যে অবাধ সময়ে কাজ করা বা না করার কোন বাধ্যবাধকতা থাকে না।

অবসরের তুলনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি

ক্ল্যাসিক্যাল দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী অবসর হচ্ছে অন্তঃস্থ প্রণোদনায় গৃহীত সক্রিয়তার মাধ্যমে অর্জিত মনের সর্বোচ্চ কাঙ্ক্ষিত অবস্থা (Kraus, 1984)। এই দৃষ্টিভঙ্গির অন্তর্নিহিত অর্থানুযায়ী অবসর খুবই উঁচুমানের একটি বিষয় এবং এটি অবশ্যই মনের ইতিবাচক অবস্থার সাথে সম্পৃক্ত হতে হবে। এখানে মুক্ত সময় ও অবসর সমার্থক নয়। উদাহরণ হিসেবে একজন ব্যক্তির মুক্ত বা অবাধ সময়ে তাস খেলাকে বিবেচনা করা যেতে পারে। অবসরের ক্ল্যাসিক্যাল দৃষ্টিভঙ্গির পরিপ্রেক্ষিতে তাস খেলে ব্যয়িত সময় অবসর নয়, কিন্তু অবসরের অবাধ সময়ের ধারণা (Maclean et. al., 1985) অনুযায়ী এই সময়টি বাস্তবতঃ অবসর সময়। তবে এটি অবসর সময়ের দুর্বল বা নেতিবাচক ব্যবহার।

ক্ল্যাসিক্যাল দৃষ্টিভঙ্গির মত প্রতিউপযোগিতা (Antiutilitarian) দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী অবসর মনের একটি অবস্থা (Neulinger, 1981 উদ্ধৃতি Leitner et. al. 1989:10)। তবে এখানে অবসরের উপকারিতা বা যৌক্তিকতা বিচেনা করা হয় না। এই দৃষ্টিভঙ্গির একটি ইতিবাচক দিক হল এটি তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ

ও প্রচন্ড-পীড়নযুক্ত আধুনিক সমাজ জীবনে অধিক শিথিলতাপূর্ণ (relaxed) অবসরকে সমর্থন করে। অন্যদিকে এর প্রধান নেতিবাচক দিক হল, এটি সুস্থ আত্ম-উন্নয়নের প্রতিবন্ধক হিসেবে চিহ্নিত অবসর সক্রিয়তাসমূহের (তাস খেলা, অধিক মাত্রায় টিভি দেখা, বিনোদনের জন্য নেশা বা পান) পক্ষে সমর্থন দেয়। অবসরের প্রতিউপযোগিতার বিপরীতে রয়েছে সামাজিক হাতিয়ার (Social Instrument) দৃষ্টিভঙ্গি যেখানে আত্ম-উন্নয়ন ও অপরকে সহায়তা করার উপায় হিসেবে অবসরকে বিবেচনা করা হয় (Neulinger, 1981 উদ্ধৃতি Leitner et al. 1989:10)। এই দৃষ্টিভঙ্গি মতে অবসরের অবশ্যই কার্যোপযোগিতা থাকবে। এই মতের একটি সমস্যা হল এখানে অবসর সম্পর্কে একটি পীড়নযুক্ত ধারণা সৃষ্টি হতে পারে যেখানে অবসর সময়ে গৃহীত সক্রিয়তায় অর্জনকে (achievement) অতিরিক্ত গুরুত্ব দেয়া হয়। তবে এর ভাল দিক হল এই দৃষ্টিভঙ্গি সুস্থ আত্ম-উন্নয়নের প্রতিবন্ধক সক্রিয়তাসমূহে অংশগ্রহণ থেকে বিরত থাকতে সহায়তা করে।

অবসরকে সামাজিক শ্রেণীর প্রতীক হিসেবে বিবেচনা করার একটি দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে যা সামাজিক হাতিয়ার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। অবসর সময় ব্যবহার দ্বারা ব্যক্তির সামাজিক অবস্থান অনুধাবন করা যায়। সম্পদের অধিকার দ্বারা অবসর সময় ব্যবহার নিয়ন্ত্রিত হয় (Karaus, 1984)। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এই দৃষ্টিভঙ্গির সপক্ষে উদাহরণ হিসেবে গাড়িতে দীর্ঘ ভ্রমণ, ব্যয়বহুল রেস্তোরাঁয় খাওয়া, গলফ/টেনিস/ক্রিকেট খেলা ইত্যাদি অবসর সময়ের সক্রিয়তাসমূহ উল্লেখ করা যায় যেখানে ধনি-নির্ধন নির্বিশেষে সবাই সমভাবে অংশ নিতে পারে না। অবসরকে আবার অকর্ম (Non-Work) সক্রিয়তা হিসেবে বিবেচনা করা হয় (Weiskopf, 1982)। অর্থাৎ এই মতানুযায়ী অবসর ও বিনোদন সমার্থক কিন্তু অবসর ও অবাধ সময় সমার্থক নয়। অন্যদিকে হলিস্টিক দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী কাজ ও অবসর ঘনিষ্টভাবে সম্পর্কিত। একটি থেকে অন্যটি পৃথক করা যায় না (Murphy, 1975)।

অবসর পিরামিড

অবসর সময়ে গৃহীত বিভিন্ন বিনোদন সক্রিয়তার মান/মূল্য ব্যাখ্যা করতে যেয়ে এই মডেলটি উপস্থাপন করা হয়েছে (Nash, 1960 উদ্ধৃতি Leitner et. al. 1989 : 79)। এই মডেলের মাধ্যমে বিনোদন সক্রিয়তাকে ৬টি বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। মডেলের উচ্চতর ধাপসমূহ অধিকতর উচ্চমান সম্পন্ন বিনোদন সক্রিয়তাকে এবং নিম্নতর ধাপসমূহ নিম্নমানের বিনোদন সক্রিয়তাকে প্রতিনিধিত্ব করছে (চিত্র ১)।

চিত্র ১। অবসর পিরামিড **(Nash Pyramid)**

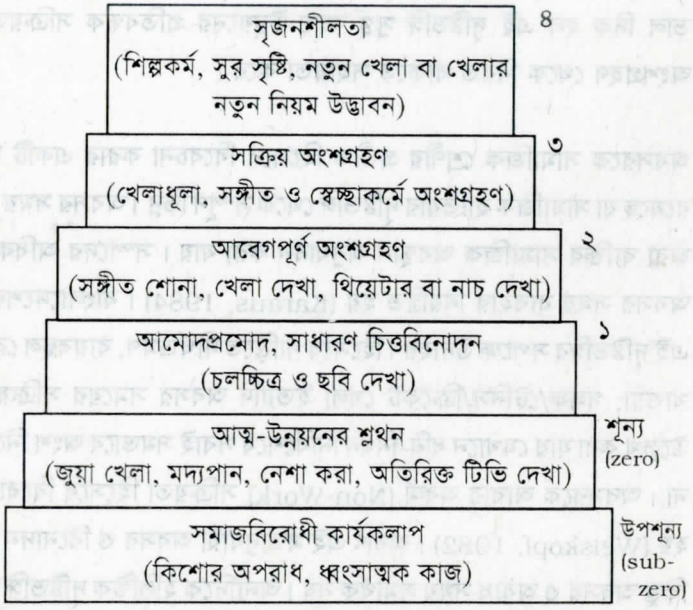

সূত্রঃ J. B. Nash (1960). Philosophy of Recreation and Leisure. [Quoted in Leitner et al.. (1989:80). Leisure Enhancement. New York: The Haworth.]

বিনোদন

অবসর সময়ে সংঘটিত সক্রিয়তা বা সক্রিয়তাসমূহ (স্বাধীনভাবে পছন্দকৃত নিষ্ক্রিয়তাসহ) হচ্ছে বিনোদন (Clawson & Knetsch, 1966:6) । বিনোদন বলতে প্রায়শঃ একটি নির্দিষ্ট ভূমিব্যবহার প্রকৃতি বা নির্দিষ্ট সক্রিয়তাকে বুঝায় (Smith, 1985:Xiv)। ভূবিদ্যার অভিধায় প্রাণশক্তির উজ্জীবন বা প্রমোদ উদ্দেশ্যে অবসর সময়ে গৃহীত সক্রিয়তাই হচ্ছে বিনোদন, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যেগুলো বহিরাঙ্গনে এবং গ্রামাঞ্চলে ভূমির বহুবিধ ব্যবহারের মাধ্যমে সংঘটিত হয় (Clark, 1985)। বিনোদন শারীরিক, মানসিক, সামাজিক বা এ তিনটির সমষ্টি হতে পারে। বিনোদন সংগঠিত, অসংগঠিত, পরিকল্পিত, অপরিকল্পিত, অবিরাম হতে পারে। বিনোদন স্বেচ্ছায় এবং বেসরকারী, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় হতে পারে। কাজ, ভালবাসা ও ভক্তির মত বিনোদন অতি প্রাচীনকাল থেকেই এক ধরনের মানবিক সক্রিয়তা হিসেবে বিবেচিত (Butler, 1968:13)। বিনোদন মানুষের আত্মোন্মোচন, স্বস্তি/মুক্তি এবং জীবনের পথ প্রদর্শনে সমর্থ হয় (Butler, 1957)।

বিনোদন হচ্ছে সেই সব সক্রিয়তা যেখানে তৃপ্তি বা আনন্দের প্রণোদনায় একজন ব্যক্তি তাঁর অবসর সময়ে স্বেচ্ছায় অংশ নেয়; এবং ব্যক্তিত্ব গঠনের উপাদানসমূহের (আদর্শ, আকাঙ্ক্ষা, ভয়, বিশ্বাস ও দৃষ্টিভঙ্গি) উপর বিনোদনের একটি চূড়ান্ত প্রভাব রয়েছে (Meyer & Brightbill, 1959:28,40)। বিনোদন আবশ্যিকভাবে চিত্তবিনোদনমূলক সক্রিয়তা নিয়ে গঠিত যা প্রধানত ব্যক্তির অবসরসীমার মধ্যে তার আগ্রহ, আয়, পারিবারিক গঠন (কতিপয় ক্ষেত্রে) অনুসারে সংঘটিত হয় (Rabideau, 1977 : 399)। অবসর সময়ে ঘরের বাইরে সংঘটিত সক্রিয়তাসমূহ হচ্ছে বিনোদন (Johnston, et al., 1986:391) যা মূলতঃ ব্যক্তির কর্মশক্তি ও মননের নবায়ন ঘটায় (Boniface, et al., 1990:1) । বিনোদন মূলতঃ দৈনন্দিন ও প্রয়োজনীয় কাজের নবায়ন বা প্রস্তুতি বা কাজ থেকে মুক্তির একটি উপায় (Seely, 1973:1)। বিনোদনের প্রধান উদ্দেশ্য হলো মানুষের শ্রান্তির অপনোদন বা পুনরুদ্যম যা তাকে দক্ষভাবে

সেইসব কাজে ফিরিয়ে নেয় যেগুলো বিনোদন নয় কিন্তু অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক (Kaplan, 1980 উদ্ধৃতি seely, 1973:1)। বিনোদনের মাধ্যমে মানুষ সৃজনশীল, সুখী ও অর্থপূর্ণ জীবন যাপনের দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন করতে পারে (Vannier, 1977:8)। মানুষ অবসর সময়ে স্বেচ্ছায় যে সব নানাবিধ সক্রিয়তার মাধ্যমে আনন্দ ও তৃপ্তি অর্জন করে সে সব সক্রিয়তাই বিনোদন যেগুলো অন্তর্নিহিতভাবেই পারিতোষিক হিসেবে গণ্য হয় (Bucher & Bucher, 1974:4-5) । বিনোদন আরাম ও আমোদ প্রমোদের জোগান দেয় এবং ব্যক্তি ও সমাজ উন্নয়নের উপায় হিসেবে কাজ করে (Burton, 1971:19)।

বিনোদন সমীকরণ (Doell & Twardzik, 1963 : 26-7)

$$A+P_c+T+C \rightarrow P\ (A_n \pm A_c \pm R_e)$$
$$En(\pm Mn \pm Phy \pm Em)$$
$$+Ra \pm Im+Sa$$
$$= R$$

অর্থাৎ ব্যক্তিগত সততা বা সামাজিক গ্রহণযোগ্যতার ($I_m \pm S_a$) বিবেচনায় স্থান (P_c) বা কাল (T) বা পরিস্থিতি নির্বিশেষে (C) সংঘটিত যুক্তিসঙ্গতভাবে পছন্দকৃত (Ra) যে কোন মানবিক সক্রিয়তার (A) ফলে যে আনন্দময় প্রতিক্রিয়ার (P) সৃষ্টি হয় এবং সেই অভিজ্ঞতার সমৃদ্ধি (En) ঘটে তার সমষ্টিগত ফলাফল হচ্ছে বিনোদন (R)। আনন্দময় প্রতিক্রিয়া (P) হচ্ছে পূর্বধারণা (An) বা বাস্তব সক্রিয়তা (A_c) বা সক্রিয়তার অনুস্মরণ(R_e)-এর একক অথবা এ তিনটির যে কোন ধরনের সম্মিলিত (±) রূপ; এবং অভিজ্ঞতার সমৃদ্ধি হচ্ছে মানসিক (Mn) বা শারীরিক (Phy) বা আবেগপূর্ণ (Em) সুফলের একক অথবা এ তিনটির যে কোন ধরনের সম্মিলিত রূপ (±)।

গবেষণা পদ্ধতি

উত্তরদাতা নির্বাচনে নমুনায়ন পদ্ধতিঃ সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের লোক প্রশাসন কম্পিউটার সেন্টারের (PACC) হিসাব মতে বাংলাদেশ সচিবালয়ে গবেষণাধীন

সময়ে (মার্চ, ১৯৯৯) ১৩৩১ জন প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তা কর্মরত ছিলেন যাদের মধ্যে ১১৭৪জন পুরুষ ও ১৫৭ জন মহিলা। গবেষণার জন্য শতকরা ১০ ভাগ নমুনা হিসেবে সহকারী সচিব থেকে সচিব পর্যায়ের মোট ১৩৩ জন কর্মকর্তাকে উত্তরদাতা হিসেবে গ্রহণ করা হলেও ১৩১ জন কর্মকর্তা গবেষণায় অংশ নেন (সারণী১)। দাপ্তরিক ব্যস্ততা ও অনাগ্রহের কারণে সচিবদের মধ্যে কাউকেই উত্তরদাতা হিসেবে পাওয়া যায়নি। উত্তরদাতাদের আগ্রহের উপর নির্ভর করে উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে।

সারণী ১। পদমর্যাদা অনুযায়ী সমগ্রক ও নমুনার বিন্যাস

পদমর্যাদা	সমগ্রক (জন)	নমুনা	
		লক্ষ্যমাত্রা (১০%)	অর্জন (জন)
সচিব	৩৫	৪	–
অতিরিক্ত সচিব	১৬	৩	৩
যুগ্ম সচিব	১০৪	১১	১৮
উপ-সচিব	২৮৫	২৯	৩৯
সিনিয়র সহকারি সচিব	৫৮১	৫৮	৫৬
সহকারি সচিব	৩১০	৩১	১৫
মোট	১৩৩১	১৩৩	১৩১

উপাত্ত সংগ্রহ পদ্ধতি ঃ একটি পূর্ব-পরীক্ষিত (Pre-tested) প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে গবেষণার জন্য প্রাথমিক উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। বই, গবেষণা প্রতিবেদন, জার্ণাল ইত্যাদি হতে মাধ্যমিক উপাত্ত সংগৃহীত হয়েছে।

উপাত্ত বিশ্লেষণ পদ্ধতিঃ গবেষণায় ব্যবহৃত প্রশ্নপত্রে মাসিক আয় সম্পর্কিত কিছু প্রশ্ন ছিল। যেমন-বেতন স্কেল, মাসিক বেতন, স্পাউজের আয় (যদি থাকে), অন্যান্য উৎস (কৃষি, বাড়ি ভাড়া, গবেষণা/কনসালটেন্সি ইত্যাদি) থেকে আয়। এ ছাড়া যুগ্ম-সচিব থেকে সচিব পদমর্যাদার কর্মকর্তাগণ আবাসিক টেলিফোন ও সরকারি গাড়ি (ড্রাইভার ও ফুয়েল) এবং উপ-সচিব পদমর্যাদার কর্মকর্তাগণ আবাসিক টেলিফোন ইত্যাদি অতিরিক্ত সুবিধা পেয়ে থাকেন।

এক্ষেত্রে মাসিক আয় হিসাব করার সময় এসব অতিরিক্ত সুবিধাদি টাকায় রূপান্তরিত করে স্পাউজের আয় ও অন্যান্য উৎস থেকে আয়সহ মাসিক বেতনের সাথে যোগ করা হয়েছে। গবেষণার সুবিধার্থে উত্তরদাতাগণকে পাঁচটি আয় দলে ভাগ করা হয়েছে, যেমন নিম্নবিত্ত- যাদের মাসিক আয় টাকা ৭০০০-৯৯৯৯ পর্যন্ত; নিম্ন মধ্যবিত্ত-যাদের মাসিক আয় ১০,০০০-১৪,৯৯৯ পর্যন্ত; মধ্য মধ্যবিত্ত- যাদের মাসিক আয় টাকা ১৫,০০০-২৪,৯৯৯ পর্যন্ত; উচ্চ মধ্যবিত্ত- যাদের মাসিক আয় টাকা ২৫,০০০-৪৯,৯৯৯ পর্যন্ত; এবং উচ্চবিত্ত- যাদের মাসিক আয় টাকা ৫০,০০০ এর ঊর্ধ্বে। সংগৃহীত উপাত্ত সাধারণ পরিসংখ্যানীয় পদ্ধতিতে (গড়, শতকরা হার) বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

বিশ্লেষণ ও ফলাফল

গবেষণায় অতিরিক্ত সচিব থেকে সহকারি সচিব পদমর্যাদার ১৩১জন কর্মকর্তার মতামত গ্রহণ করা হয়েছে। কর্মকর্তাদের মধ্যে সিনিয়র সহকারি সচিব পদমর্যাদার কর্মকর্তার সংখ্যা সর্বাধিক (৪২.৭৫%)। বয়সের বিবেচনায় কর্মকর্তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের বয়স ৪০-৪৯ বছর (৬২.৬%) এবং উল্লেখযোগ্য সংখ্যক কর্মকর্তার বয়স ৩০-৩৯ বছর (২৬.৭২%)। গবেষণায় অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তাদের চার-পঞ্চমাংশের অধিক পুরুষ এবং প্রায় সবাই বিবাহিত (৯৬.১৮%)। পদমর্যাদা অনুযায়ী সহকারি সচিব পদমর্যাদার উল্লেখযোগ্য সংখ্যক (২৬.৬৭%) কর্মকর্তা অবিবাহিত। শিক্ষাগত ক্ষেত্রে প্রায় সবাই স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী (৯৫.৪২%) এবং অবশিষ্ট সংখ্যক স্নাতক।

পরিবারের আয়তনের বিবেচনায় অধিকাংশ কর্মকর্তা (৫৮.৫৮%) ছোট পরিবার অর্থাৎ ১-৪ সদস্য বিশিষ্ট পরিবারভুক্ত হলেও এক-তৃতীয়াংশ কর্মকর্তা ৫-৬ সদস্য বিশিষ্ট বড় পরিবারভুক্ত। পদমর্যাদার বিবেচনায় অতিরিক্ত সচিব ও যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার অধিকাংশ কর্মকর্তা এবং সিনিয়র সহকারি সচিব পদমর্যাদার প্রায় অর্ধেক বড় পরিবারভুক্ত। কর্মকর্তাদের অধিকাংশ সরকারি আবাসন সুবিধা পেয়েছেন এবং উল্লেখযোগ্য সংখ্যক কর্মকর্তা (২৯.৭৭%) ভাড়া বাড়িতে বসবাস করেন। পদমর্যাদার বিবেচনায় সিনিয়র সহকারি সচিব পদমর্যাদার এক-তৃতীয়াংশ কর্মকর্তা এবং সহকারি সচিব পদমর্যাদার

চার-পঞ্চমাংশ কর্মকর্তা ভাড়া বাড়িতে বসবাস করেন। কর্মকর্তাদের অধিকাংশই নিজেরা তাদের স্বাস্থ্যকে 'অতিউত্তম(এ)' শ্রেণীভুক্ত করলেও প্রায় অর্ধেক কর্মকর্তাই বিভিন্ন রোগ বিশেষতঃ ডায়াবেটিক (৪৩.৩১%) ও উচ্চ রক্ত চাপে (৪৩.৩১%) আক্রান্ত বলে উল্লেখ করেছেন। তবে এসব রোগ তাদের অবসর আচরণের উপর কোন প্রভাব ফেলছে না।

সারণী ২। কর্মকর্তাদের মাসিক আয়ের বিন্যাস (টাকা)

পদ মার্যাদা	আয় দল					মোট
	নিম্নবিত্ত (৭,০০০-৯,৯৯৯)	নিম্ন মধ্যবিত্ত (১০,০০০-১৪,৯৯৯)	মধ্য মধ্যবিত্ত (১৫,০০০-২৪,৯৯৯)	উচ্চ মধ্যবিত্ত (২৫,০০০-৪৯,৯৯৯)	উচ্চবিত্ত (৫০,০০০ ও তদূর্ধ্ব	
অতিরিক্ত সচিব ও সমমান	–	–	–	২ (৬৬.৬৭)	১ (৩৩.৩৩)	৩
যুগ্ম-সচিব ও সমমান	–	–		১২ ((৬৬.৬৭)	৬ (৩৩.৩৩)	১৮
উপ-সচিব ও সমমান	–	–	১৭ (৪৩.৬০)	১৮ (৪৬.১৫)	৪ (১০.২৫)	৩৯
সিনিয়র সহকারি সচিব ও সমমান	–	১২ (২১.৪৩)	৩১ (৫৫.৩৬)	৯ (১৬.০৭)	৪ (৭.১৪)	৫৬
সহকারি সচিব ও সমমান	১ (৬.৬৭)	৯ (৬০.০)	৩ (২০.০)	২ (১৩.৩৩)	–	১৫
মোট	১ (০.৭৬)	২১ (১৬.০৩)	৫১ (৩৮.৯৩)	৪৩ (৩২.৮২)	১৫ (১১.৪৫)	১৩১

সূত্র ঃ প্রশ্নপত্র জরিপ। বন্ধনীর ভেতর শতকরা হার দেখানো হয়েছে।

আয়ের বিন্যাস

এক-তৃতীয়াংশের অধিক কর্মকর্তার স্পাউজ স্বীকৃত অর্থনৈতিক পেশায় (formal economic occupation) জড়িত। মাসিক আয়ের বিন্যাস অনুযায়ী (সারণী ২) মধ্য মধ্যবিত্ত (টাকা ১৫,০০০-২৪,৯৯৯) কর্মকর্তার সংখ্যা বেশী এবং এক-দশমাংশের বেশি কর্মকর্তা উচ্চবিত্তের (টাকা ৫০,০০০ ও তদুর্ধ্ব) অধিকারী। উচ্চ মধ্যবিত্ত (টাকা ২৫,০০০-৪৯,৯৯৯) কর্মকর্তার সংখ্যা প্রায় এক-তৃতীয়াংশ যা দ্বিতীয় সর্বাধিক। নিম্ন মধ্যবিত্ত (টাকা ১০,০০০-১৪,৯৯৯)

কর্মকর্তার সংখ্যা প্রায় এক-ষষ্ঠাংশ এবং নিম্নবিত্ত (টাকা ৭,০০০-৯,৯৯৯) কর্মকর্তার সংখ্যা নেই বললেই চলে (০.৭৬%)। পদ মর্যাদার বিবেচনায় অতিরিক্ত সচিব ও যুগ্ম-সচিব উভয়ের ক্ষেত্রেই দুই-তৃতীয়াংশ কর্মকর্তা উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর এবং উভয় ক্ষেত্রেই এক-তৃতীয়াশ উচ্চবিত্ত শ্রেণীর আওতাধীন। উপ-সচিবদের ক্ষেত্রে উচ্চ মধ্যবিত্ত ও মধ্য মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রাধান্য রয়েছে এবং এদের কেউই নিম্ন মধ্যবিত্ত কিংবা নিম্নবিত্ত শ্রেণীভুক্ত নয়। সিনিয়র সহকারি সচিবদের অধিকাংশ মধ্য মধ্যবিত্ত শ্রেণীর এবং কেউই নিম্নবিত্ত শ্রেণীভুক্ত নয়। অন্যদিকে সহকারি সচিবদের অধিকাংশ নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর এবং কেউই উচ্চবিত্ত শ্রেণীভুক্ত নয়।

সারণী ৩। অবসর সম্পর্কে কমকর্তাদের ধারণা

অবসর সম্পর্কে ধারণা	কর্মকর্তাদের পদমর্যাদা					মোট
	অতিরিক্ত সচিব বা সমমান (n=৩)	যুগ্ম-সচিব বা সমমান (n=১৮)	উপ-সচিব বা সমান (n=৩৯)	সিনিয়র সহকারি সচিব বা সমমান (n=৫৬)	সহকারি সচিব বা সমমান (n=১৫)	(N=১৩১)
ক) চাকরি বা কোন ধরনের কাজকর্ম ছেড়ে থাকা;	২ (৬৬.৬৭)	১০ (৫৫.৫৫)	১৯ (৪৮.৭২)	১৫ (২৬.৭৮)	৫ (৩৩.৩৩)	৫১ (৩৮.৯৩)
খ) কাজ, ঘুম এবং ব্যক্তিগত ও গৃহস্থালির দৈনন্দিন ছোটখাট কাজ সম্পন্ন হওয়ার পর অবশিষ্ট সময় হচ্ছে অবসর;	২ (৬৬.৬৭)	৮ (৪৪.৪৪)	২০ (৫১.২৮)	১৭ (৩০.৩৬)	৮ (৫৩.৩৩)	৫৫ (৪১.৯৮)
গ) জীবন-জীবিকা ও জীবনের পরিচর্যার জন্য অত্যাবশ্যকীয় কাজের শেষে যে অবশিষ্ট সময় স্বেচ্ছায় আনন্দের জন্য ব্যয় করা হয় তাই অবসর;	৩ (১০০.০)	১২ (৬৬.৬৭)	২৩ (৫৮.৯৭)	৩৫ (৬২.৫)	১১ (৭৩.৩৩)	৮৪ (৬৪.১২)
ঘ) কাজ করা বা না করার বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্ত সময়;	৩ (১০০.০)	১২ (৬৭.৬৭)	১৮ (৪৬.১৫)	১৩ (২৩.২১)	৫ (৩৩.৩৩)	৫১ (৩৮.৯৩)
ঙ) কাজ ও অন্যান্য বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্ত যে সময় বিনোদনের জন্য জন্য ব্যয় করা হয়;	–	১৩ (৭২.২২)	২২ (৫৬.৪১)	২৭ (৪৮.২১)	৮ (৫৩.৩৩)	৭০ (৫৩.৪৩)

সূত্রঃ প্রশ্নপত্র জরিপ। বন্ধনীর মধ্যে শতকরা হার দেখানো হয়েছে। একাধিক উত্তর গ্রহণ করা হয়েছে।

অবসর ও বিনোদন সম্পর্কে কর্মকর্তাদের ধারণা

কর্মকর্তাদের অধিকাংশের মতে জীবন-জীবিকা ও জীবনের পরিচর্যার জন্য অত্যাবশ্যকীয় কাজের শেষে যে অবশিষ্ট সময় স্বেচ্ছায় আনন্দের জন্য ব্যয় করা হয় তাই অবসর (সারণী ৩)। অর্ধেকের বেশি সংখ্যক কর্মকর্তার সমর্থন অনুযায়ী অবসর হচ্ছে কাজ ও অন্যান্য বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্ত সময় যা বিনোদনের জন্য ব্যয় করা হয়। এছাড়া কাজ, ঘুম এবং ব্যক্তিগত ও গৃহস্থালির দৈনন্দিন ছোটখাট কাজ সম্পন্ন হওয়ার পর অবশিষ্ট সময় হচ্ছে অবসর- এই ধারণাটিও উল্লেখযোগ্য সংখ্যক কর্মকর্তা বিবেচনা করেছেন। লিঙ্গ ও আয় ভেদেও কর্মকর্তাগণ অবসর সম্পর্কে একই ধারণা পোষণ করেন। অবসর সম্পর্কে কর্মকর্তাদের এই ধারণা উন্নত বিশ্ব ও বাংলাদেশের বিনোদন গবেষক দ্বারা সমর্থিত হয় (Brightbill, 1960; Bucher and Bucher, 1974; Hendon, 1981; Johnston, Gregory and Smith, 1986; Boniface and Cooper, 1990; Haque, 1995)।

কর্মকর্তাদের তিন-চতুর্থাংশের বেশি অংশের মতে বিনোদন হচ্ছে সেই সব কাজ যেগুলো দেহমনকে সজীব ও প্রফুল্ল করে (সারণী ৪)। বিনোদন সম্পর্কিত এই ধারণা বিনোদনের শারীরিক ও মানসিক গুরুত্বকে সমর্থন করে (Leitner et. al. 1989 :14)। অন্য যে দুটি ধারণাকে অর্ধেকের বেশি কর্মকর্তা সমর্থন করেছেন সেগুলো হচ্ছে- অবসর সময়ে গৃহীত বিভিন্ন ধরনের কাজ যা মূলতঃ ব্যক্তির কর্মশক্তি ও মননের নবায়ন ঘটায়; এবং বিনোদন হচ্ছে অবসর সময়ে গৃহীত সৃজনশীল ও পুনঃসৃজনশীল কাজ যার মাধ্যমে মানুষ সৃজনশীল, সুখী ও অর্থপূর্ণ জীবন যাপনের দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন করে। লিঙ্গ ও আয় ভেদেও কর্মকর্তাগণ বিনোদন সম্পর্কে একই ধারণা পোষণ করেন। এ থেকে উন্নত বিশ্ব ও বাংলাদেশের বিনোদন গবেষকদের (Vannier, 1977; Clawson & Knetch, 1966; Boniface, et al., 1990; Seeley, 1973; Haque 1995) বিনোদন সম্পর্কিত ধারণার পক্ষে কর্মকর্তাদের সমর্থন পাওয়া যায়।

সারণী ৪। অবসর সম্পর্কে কমকর্তাদের ধারণা

অবসর সম্পর্কে ধারণা	কর্মকর্তাদের পদ মর্যাদা					মোট
	অতিরিক্ত সচিব বা সমমান (n=৩)	যুগ্ম-সচিব বা সমমান (n=১৮)	উপ-সচিব বা সমমান (n=৩৯)	সিনিয়র সহকারি সচিব বা সমমান (n=৫৬)	সহকারি সচিব বা সমমান (n=১৫)	(N=১৩১)
ক) অবসর সময়ে সংঘটিত কর্মকান্ড হচ্ছে বিনোদন	১ (৩৩.৩৩)	১১ (৬১.১১)	১৯ (৪৮.৭২)	১৩ (২৩.২১)	৬ (৪০.০)	৫০ (৩৮.১৭)
খ)বিনোদন হচ্ছে সেই সব কাজ যেগুলো দেহ মনকে সজীব ও প্রফুল্ল করে;	৩ (১০০.০)	১৫ (৮৩.৩৩)	২৬ (৬৬.৬৭)	৪২ (৭৫.০)	১২ (৮০.০)	৯৮ (৭৮.৮১)
গ) বিনোদন হচ্ছে অবসর সময়ে গৃহীত সৃজনশীল ও পুনঃসৃজনশীল কাজ যার মাধ্যমে মানুষ সৃজনশীল, সুখী ও অর্থপূর্ণ জীবন যাপনের দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন করে;	২ (৬৬.৬৭)	১৩ (৭২.২২)	২৫ (৬৪.১)	২৩ (৪১.০৭)	৬ (৪০.০)	৬৯ (৫২.৬৭)
ঘ) বিনোদন মূলতঃ দৈনন্দিন ও প্রয়োজনীয় কাজের নবয়ান বা প্রস্তুতি বা কাজ থেকে মুক্তির একটি উপায়;	২ (৬৬.৬৭)	১০ (৫৫.৫৬)	১৭ (৪৩.৫৯)	৮ (১৪.২৯)	৬ (৪০.০)	৪৩ (৩২.৮২)
ঙ) অবসর সময়ে গৃহীত বিভিন্ন ধরনের কাজ যা মূলতঃ ব্যক্তির কর্মশক্তি ও মননের নবায়ন ঘটায়;	২ (৬৬.৬৭)	১২ (৬৬.৬৭)	২৫ (৬৪.১)	২৮ (৫০.০)	৬ (৪০.০)	৭৩ (৫৫.৭৩)

সূত্র ঃ প্রশ্নপত্র জরিপ। বন্ধনীর মধ্যে শতকরা হার দেখানো হয়েছে। একাধিক উত্তর গ্রহণ করা হয়েছে।

গবেষণায় কর্মকর্তাগণের প্রায় সকলেই অবসরকে জীবনের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে বিবেচনা করেছেন। অবসরের অভাবে মানুষের কর্মস্পৃহা কমে যায় এবং জীবন একঘেয়ে হয়ে ওঠে। এছাড়া অবসরের অনুপস্থিতি মেধা ও সৃজনশীলতার বিকাশকে ব্যাহত করে, স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটে এবং মানুষের জীবনে অস্থিরতা বেড়ে যায়।

অন্তঃকক্ষ বিনোদন

অন্তঃকক্ষ বিনোদনের অংশ হিসেবে অধিকাংশ কর্মকর্তাই খবরের কাগজ/ম্যাগাজিন/বই পড়েন এবং টিভিতে ক্রিকেট খেলা দেখেন (সারণী ৫)। এছাড়া পরিবারের সাথে সময় কাটানো, টিভির স্যাটেলাইট চ্যানেলে ছবি দেখা, গান শোনা, তাস খেলা এবং আত্মীয়স্বজনের বাড়িতে বেড়ানো উল্লেখযোগ্য অন্তঃকক্ষ বিনোদন হিসেবে গবেষণায় চিহ্নিত হয়েছে। দাবা খেলা ও ঘরে বসে বন্ধুদের সাথে আড্ডা দেয়াও গুরুত্বপূর্ণ অন্তঃকক্ষ বিনোদন। তবে ছবি আঁকা ও নাট্যাভিনয় ইত্যাদি সৃজনশীল কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ উপেক্ষিত হয়েছে। সামান্য ব্যতিক্রম বাদে, পদমর্যাদা, আয় (নিম্নবিত্ত ছাড়া) ও স্বাস্থ্যভেদে কর্মকর্তাদের মধ্যে একই ধরনের অন্তঃকক্ষ বিনোদনে অংশগ্রণের প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। উল্লেখযোগ্য অন্তঃকক্ষ বিনোদন যেমন পরিবারের সাথে সময় কাটানো, টিভির স্যাটেলাইট চ্যানেলে ছবি দেখা, গান শোনা তাস খেলা এবং আত্মীয়স্বজনের বাড়িতে বেড়ানো নিম্নবিত্ত কর্মকর্তাগণ কর্তৃক সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষিত হয়েছে।

নারী-পুরুষ বিবেচনায় মহিলা কর্মকর্তাদের উল্লেখযোগ্য অন্তঃকক্ষ বিনোদন হলো গান শোনা, রান্না করা এবং আত্মীয়স্বজনের বাড়ি বেড়ানো। অন্যদিকে পুরুষ কর্মকর্তাদের উল্লেখযোগ্য অন্তঃকক্ষ বিনোদন হলো টিভিতে ক্রিকেট খেলা দেখা, তাস খেলা, দাবা খেলা ও খবরের কাগজ/ম্যাগাজিন/বই পড়া। বয়সের বিবেচনায় ৫৫-৫৯ বছর বয়সী কোন কর্মকর্তাই বন্ধুদের সাথে আড্ডা দেয়া, দাবা খেলা, গান শোনা ও আত্মীয়স্বজনের বাড়ি বেড়াতে যান না।

বৈবাহিক অবস্থা বিবেচনায় অবিবাহিত কর্মকর্তাগণ আড্ডা দিতে,তাস ও দাবা খেলতে এবং গান শুনতে পছন্দ করেন। অন্যদিকে অবিবাহিতদের তুলনায় বিবাহিত কর্মকর্তাগণ পরিবারের সাথে সময় কাটাতে, টিভিতে ক্রিকেট খেলা

সারণী ৫। পদমর্যাদা অনুসারে কর্মকর্তাদের অন্তঃকক্ষ বিনোদন

অন্তঃকক্ষ বিনোদন	কর্মকর্তাদের পদমর্যাদা					মোট (N=১৩১
	অতিরিক্ত সচিব বা সমমান (n=৩)	যুগ্ম-সচিব বা সমমান (n=১৮)	উপ-সচিব বা সমমান (n=৩৯)	সিনিয়র সহকারি সচিব বা সমমান (n=৫৬)	সিনিয়র সহকারি সচিব বা সমমান (n=১৫)	
১. ঘরে বসে বন্ধুদের সাথে আড্ডা দেয়া	–	৪ (২২.২২)	১৫ (৩৮.৪৬)	২৩ (৪১.০৭)	১০ (৬৬.৬৭)	৫২ (৩৯.৭)
২. তাস খেলা	৩ (১০০.০)	১৫ (৮৩.৩৩)	২৫ (৬৪.১)	১৮ (৩২.১৪)	৬ (৪০.০)	৬৭ (৫১.১৪)
৩. দাব খেলা	৩ (১০০.০)	১৩ (৭২.২২)	২৩ (৫৮.৯৪)	১৩ (২৩.২১)	৫ (৩৩.৩৩)	৫৭ (৪৩.৫১)
৪. খবরের কাগজ/ ম্যাগাজিন পড়া/ বই পড়া	৩ (১০০.০)	১৮ (১০০.০)	৩৫ (৮৯.৭৪)	৪৫ (৮০.৩৬)	১২ (৮০.০)	১১৩ (৮৬.২৬)
৫. পরিবারের সাথে সময় কাটানো	৩ (১০০.০)	১২ (৬৬.৬৭)	২৭ (৬৯.২৩)	৩৯ (৬৯.৬৪)	৮ (৫৩.৩৩)	৮৯ (৬৭.৯৪)
৬. টিভি/স্যাটেলাইট চ্যানেলে ছবি দেখা	–	১২ (৬৬.৬৭)	২৬ (৬৬.৬৭)	৩৮ (৬৭.৮৬)	১০ (৬৬.৬৭)	৮৬ (৬৫.৬৫)
৭. রেডিও শোনা	–	–	৩ (৭.৭)	৬ (১০.৭১)	২ (১৩.৩৩)	১১ (৮.৪)
৮. গান শোনা	–	৬ (৩৩.৩৩)	১৭ (৪৩.৫৯)	৩৫ (৬২.৫)	১১ (৭৩.৩৩)	৬৯ (৫২.৬৭)
৯. ঘুমানো	১ (৩৩.৩৩)	–	৯ (২৩.০৭)	১৬ (২৮.৫৭)	৪ (২৬.৬৭)	৩০ (২২.৯)
১০. মঞ্চ নাটক দেখা	–	১ (৫.৫৫)	৪ (১০.২৫)	১২ (২১.৪৯)	৩ (২০.০)	২০ (১৫.২৬)
১১. রেস্তোরায় খাওয়া	–	–	৩ (৭.৭)	৩ (৫.৩৬)	১ (৬.৬৭)	৭ (১৫.৩৪)
১২. আত্মীয়-স্বজনের বাড়ি বেড়ানো	১ (৩৩.৩৩)	১০ (৫৫.৫৫)	২৩ (৫৮.৯৭)	২৭ (৪৮.২১)	৫ (৩৩.৩৩)	৬৬ (৫০.৩৮)
১৩. অভিনয় করা	–	–	১ (২.৫৬)	১ (১.৭৮)	–	২ (১.৫৩)
১৪. লেখালেখি করা	১ (৩৩.৩৩)	৩ (১৬.৬৭)	২ (৫.১৩)	৭ (১২.৫)	১ (৬.৬৭)	১৪ (১০.৬৮)
১৫. ছবি তোলা	–	৫ (২৭.৭৮)	৬ (১৫.৩৮)	১ (১.৭৮)	১ (৬.৬৭)	১৩ (৯.৯২)
১৬. ছবি আঁকা	–	–	২ (৫.১৩)	১ (১.৭৮)	–	৩ (২.৩)
১৭. জুয়া খেলা/ মদ্যপান/ নেশা করা	৩ (১০০.০)	৬ (৩৩.৩৩)	৫ (১২.৮২)	৪ (৭.১৪)	১ (৬.৬৭)	১৯ (১৪.৫)
১৮. রান্না করা	–	–	১ (২.৫৬)	৯ (১৬.০৭)	৩ (২০.০)	১৩ (৯.৯২)
১৯. টিভিতে ক্রিকেট খেলা দেখা	৩ (১০০.০)	১৬ (৮৮.৮৯)	৩১ (৭৯.৪৮)	৩৮ (৬৭.৮৬)	৮ (৫৩.৩৩)	৯৬ (৭৩.২৮)

সূত্র ঃ প্রশ্নপত্র জরিপ। বন্ধনীর মধ্যে শতকরা হার দেখানো হয়েছে। একাধিক উত্তর গ্রহণ করা হয়েছে।

সারণী ৫। পদমর্যাদা অনুসারে কর্মকর্তাদের অন্তঃকক্ষ বিনোদন

অন্তঃকক্ষ বিনোদন	কর্মকর্তাদের পদমর্যাদা					মোট (N=১৩১)
	অতিরিক্ত সচিব বা সমমান (n=৩)	যুগ্ম-সচিব বা সমমান (n=১৮)	উপ-সচিব বা সমমান (n=৩৯)	সিনিয়র সহকারি সচিব বা সমমান (n=৫৬)	সিনিয়র সহকারি সচিব বা সমমান (n=১৫)	
১. ঘরে বসে বন্ধুদের সাথে আড্ডা দেয়া	–	৪ (২২.২২)	১৫ (৩৮.৪৬)	২৩ (৪১.০৭)	১০ (৬৬.৬৭)	৫২ (৩৯.৭)
২. তাস খেলা	৩ (১০০.০)	১৫ (৮৩.৩৩)	২৫ (৬৪.১)	১৮ (৩২.১৪)	৬ (৪০.০)	৬৭ (৫১.১৪)
৩. দাব খেলা	৩ (১০০.০)	১৩ (৭২.২২)	২৩ (৫৮.৯৪)	১৩ (২৩.২১)	৫ (৩৩.৩৩)	৫৭ (৪৩.৫১)
৪. খবরের কাগজ/ ম্যাগাজিন পড়া/ বই পড়া	৩ (১০০.০)	১৮ (১০০.০)	৩৫ (৮৯.৭৪)	৪৫ (৮০.৩৬)	১২ (৮০.০)	১১৩ (৮৬.২৬)
৫. পরিবারের সাথে সময় কাটানো	৩ (১০০.০)	১২ (৬৬.৬৭)	২৭ (৬৯.২৩)	৩৯ (৬৯.৬৪)	৮ (৫৩.৩৩)	৮৯ (৬৭.৯৪)
৬. টিভি/স্যাটেলাইট চ্যানেলে ছবি দেখা	–	১২ (৬৬.৬৭)	২৬ (৬৬.৬৭)	৩৮ (৬৭.৮৬)	১০ (৬৬.৬৭)	৮৬ (৬৫.৬৫)
৭. রেডিও শোনা	–	–	৩ (৭.৭)	৬ (১০.৭১)	২ (১৩.৩৩)	১১ (৮.৪)
৮. গান শোনা	–	৬ (৩৩.৩৩)	১৭ (৪৩.৫৯)	৩৫ (৬২.৫)	১১ (৭৩.৩৩)	৬৯ (৫২.৬৭)
৯. ঘুমানো	১ (৩৩.৩৩)	–	৯ (২৩.০৭)	১৬ (২৮.৫৭)	৪ (২৬.৬৭)	৩০ (২২.৯)
১০. মঞ্চ নাটক দেখা	–	১ (৫.৫৫)	৪ (১০.২৫)	১২ (২১.৪৯)	৩ (২০.০)	২০ (১৫.২৬)
১১. রেঁস্তোরায় খাওয়া	–	–	৩ (৭.৭)	৩ (৫.৩৬)	১ (৬.৬৭)	৭ (১৫.৩৪)
১২. আত্মীয়-স্বজনের বাড়ি বেড়ানো	১ (৩৩.৩৩)	১০ (৫৫.৫৫)	২৩ (৫৮.৯৭)	২৭ (৪৮.২১)	৫ (৩৩.৩৩)	৬৬ (৫০.৩৮)
১৩. অভিনয় করা	–	–	১ (২.৫৬)	১ (১.৭৮)	–	২ (১.৫৩)
১৪. লেখালেখি করা	১ (৩৩.৩৩)	৩ (১৬.৬৭)	২ (৫.১৩)	৭ (১২.৫)	১ (৬.৬৭)	১৪ (১০.৬৮)
১৫. ছবি তোলা	–	৫ (২৭.৭৮)	৬ (১৫.৩৮)	১ (১.৭৮)	১ (৬.৬৭)	১৩ (৯.৯২)
১৬. ছবি আঁকা	–	–	২ (৫.১৩)	১ (১.৭৮)	–	৩ (২.৩)
১৭. জুয়া খেলা/ মদ্যপান/ নেশা করা	৩ (১০০.০)	৬ (৩৩.৩৩)	৫ (১২.৮২)	৪ (৭.১৪)	১ (৬.৬৭)	১৯ (১৪.৫)
১৮. রান্না করা	–	–	১ (২.৫৬)	৯ (১৬.০৭)	৩ (২০.০)	১৩ (৯.৯২)
১৯. টিভিতে ক্রিকেট খেলা দেখা	৩ (১০০.০)	১৬ (৮৮.৮৯)	৩১ (৭৯.৪৮)	৩৮ (৬৭.৮৬)	৮ (৫৩.৩৩)	৯৬ (৭৩.২৮)

সূত্র ঃ প্রশ্নপত্র জরিপ। বন্ধনীর মধ্যে শতকরা হার দেখানো হয়েছে। একাধিক উত্তর গ্রহণ করা হয়েছে।

সারণী ৬। পদমর্যাদা অনুসারে কর্মকর্তাদের বহিরাঙ্গন বিনোদন

বহিরাঙ্গন বিনোদন	কর্মকর্তাদের পদমর্যাদা					মোট (N=১৩১)
	অতিরিক্ত সচিব বা সমমান (n=৩)	যুগ্ম-সচিব বা সমমান (n=১৮)	উপ-সচিব বা সমমান (n=৩৯)	সিনিয়র সহকারি সচিব বা সমমান (n=৫৬)	সহকারি সচিব বা সমমান (n=১৫)	
১. পার্কে যাওয়া	–	৩ (১৬.৬৭)	১৫ (৩৮.৪৬)	২৪ (৪২.৮৬)	৮ (৫৩.৩৩)	৫০ (৩৮.১৬)
২. মেলায়/ চিড়িয়াখানায় যাওয়া	–	–	৫ (১২.৮২)	১৮ (৩২.১৪)	৫ (৩৩.৩৩)	২৮ (২১.৩)
৩. লন টেনিস ব্যাডমিন্টন খেলা	২ (৬৬.৬৭)	১১ (৬১.১১)	১৪ (৩৫.৯)	৮ (১৪.২৮)	৩ (২০.০)	৩৮ (২৯.০)
৪. স্টেডিয়ামে খেলা দেখা	–	১ (৫.৫৫)	–	৬ (১০.৭১)	৪ (২৬.৬৭)	১১ (৮.৪)
৫. দীর্ঘ হাঁটা	২ (৬৬.৬৭)	১৩ (৭২.২২)	২৯ (৭৪.৩৬)	১৭ (৩০.৩৬)	৪ (২৬.৬৭)	৬৫ (৪৯.৬২)
৬.গাড়ীতে দীর্ঘ ভ্রমণ	২ (৬৬.৬৭)	১০ (৫৫.৫৫)	১০ (২৫.৬৪)	৯ (১৬.০৭)	৪ (২৬.৬৭)	৩৫ (২৬.৭২)
৭. ছবি তোলা	–	৪ (২২.২২)	৩ (৭.৭)	৫ (৮.৯৩)	২ (১৩.৩৩)	১৪ (১০.৬৯)
৮. বড়শীতে মাছ ধরা	–	–	৪ (১০.২৫)	৪ (৭.১৪)	–	৮ (৬.১)
৯. ধর্মীয় কাজে অংশ নেয়া	–	৯ (৫০.০)	২২ (৫৬.৪১)	২৩ (৪১.০৭)	৩ (২০.০)	৫৭ (৪৩.৫১)
১০. বাগান করা	–	৩ (১৬.৬৭)	৫ (১২.৮২)	১৩ (২৩.২১)	১ (৬.৬৭)	২২ (১৬.৮)
১১. দোকানে কেনাকাটা	–	১ (৫.৫৫)	১ (২.৫৬)	৮ (১৪.২৮)	–	১০ (৭.৬৩)
১২. স্ত্রী/স্বামীকে নিয়ে ঘুরে বেড়ানো	–	৬ (৩৩.৩৩)	২৩ (৫৮.৯৭)	২৫ (৪৪.৬৪)	৬ (৪০.০)	৬০ (৪৫.৮)
১৩.সপরিবারে ঘুরে বোড়ানো	৩ (১০০.০)	১'৩ (৭২.২২)	২৫ (৬৪.১)	৩৪ (৬০.৭১)	৭ (৪৬.৬৭)	৮২ (৬২.৬)
১৪. ব্যায়াম/ জগিং করা	–	৬ (৩৩.৩৩)	৮ (২০.৫১)	৭ (১২.৫)	২ (১৩.৩৩)	২৩ (১৭.৫৬)
১৫. সমাজ সেবা	৩ (১০০.০)	৯ (৫০.০)	২০ (৫১.২৮)	২৩ (৪১.০৭)	৫ (৩৩.৩৩)	৬০ (৪৫.৮)
১৬. সাঁতার কাটা	–	১ (৫.৫৫)	৩ (৭.৭)	১ (১.৭৮)	১ (৬.৬৭)	৬ (৪.৫৮)
১৭. ঐতিহাসিক স্থান পরিদর্শন	৩ (১০০.০)	১৪ (৭৭.৭৮)	২৮ (৭১.৮)	৩৬ (৬৪.২৮)	১০ (৬৬.৬৭)	৯১ (৬৯.৪৬)

সূত্র ঃ প্রশ্নপত্র জরিপ। বন্ধনীর মধ্যে শতকরা হার দেখানো হয়েছে। একাধিক উত্তর গ্রহণ করা হয়েছে।

দেখতে ও স্যাটেলাইট চ্যানেলে ছবি দেখতে বেশি পছন্দ করেন। পরিবারের আয়তন বিবেচনায় ১১-১২ সদস্য বিশিষ্ট পরিবারের কর্মকর্তাগণ কেবল খবরের কাগজ/ম্যাগাজিন/বই পড়তে, আত্মীয়স্বজনের বাড়ি বেড়াতে ও লেখালেখি করতে পছন্দ করেন। যে সব কর্মকর্তার পরিবারের সদস্য সংখ্যা ৭-৮ জন তাদের প্রধান অন্তঃকক্ষ বিনোদন হচ্ছে তাস খেলা, খবরের কাগজ/ম্যাগাজিন/ বই পড়া, পরিবারের সাথে সময় কাটানো, স্যাটেলাইট চ্যানেলে ছবি দেখা, লেখালেখি ও টিভিতে ক্রিকেট খেলা দেখা।

বহিরাঙ্গন বিনোদন

কর্মকর্তাদের দুটি প্রধান বহিরাঙ্গন বিনোদন হচ্ছে ঐতিহাসিক স্থান পরিদর্শন ও সপরিবারে ঘুরে বেড়ানো। অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বহিরাঙ্গন বিনোদন হচ্ছে দীর্ঘ হাঁটা, স্পাউজসহ ঘুরে বেড়ানো, সমাজ সেবা, ধর্মীয় কাজে অংশগ্রহণ এবং পার্কে যাওয়া। শারিরীক আয়াসযুক্ত বিনোদন যেমন টেনিস/ব্যাডমিন্টন খেলা, ব্যায়াম/জগিং, বাগান করা ও সাঁতার কম গুরুত্ব পেয়েছে। সামান্য ব্যতিক্রম বাদে পদমর্যাদা নির্বিশেষে কর্মকর্তাদের একই ধরনের বিনোদনে অংশগ্রহণের প্রবণতা লক্ষ্য করা যায় (সারণী৬)। অতিরিক্ত সচিব পদমর্যাদার কর্মকর্তাদের ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক স্থান পরিদর্শন, সপরিবারে ঘুরে বেড়ানো, সমাজ সেবা, দীর্ঘ হাঁটা, টেনিস/ব্যাডমিন্টন খেলা ও গাড়িতে দীর্ঘ ভ্রমণ ইত্যাদি বিনোদনে অংশগ্রহণের ঝোঁক বেশী। নারী-পুরুষ বিবেচনায় মহিলা কর্মকর্তাদের প্রধান বিনোদন হচ্ছে পার্কে যাওয়া, স্পাউজের সাথে ঘুরে বেড়ানো, গাড়িতে দীর্ঘ ভ্রমণ ও মেলায়/চিড়িয়াখানায় যাওয়া। অন্যদিকে পুরুষ কর্মকর্তাদের প্রধান বিনোদন হচ্ছে ঐতিহাসিক স্থান পরিদর্শন, দীর্ঘ হাঁটা, সমাজ সেবা ও টেনিস/ব্যাডমিন্টন খেলা। বয়সভেদে (সারণী ৭) বহিরাঙ্গন বিনোদনে অংশগ্রহণ বিবেচনায় দেখা যায় যে, বাগান করা ও দোকানে কেনাকাটায় ৫৫-৫৯ বছর বয়সী কর্মকর্তাগণের প্রাধান্য বেশি। পার্কে যাওয়ার ক্ষেত্রে ৩০-৩৪ ও ৪০-৪৪ বছর বয়সী কর্মকর্তাদের প্রাধান্য বেশি। দীর্ঘ হাঁটা হচ্ছে ৪০-৫৯ বছর বয়সী কর্মকর্তাদের প্রধান বহিরাঙ্গন বিনোদন এবং ব্যায়ম/জগিং এর ক্ষেত্রে ৪০-৪৫ বছর বয়সী কর্মকর্তাদের প্রাধান্য বেশী। কর্মকর্তাদের মধ্যে যাদের বয়স ৩৫-৩৯ ও ৫০-৫৯ বছর তাদের কেউই বহিরাঙ্গন বিনোদন হিসেবে সাঁতারকে পছন্দ করেননি

সারণী ৭। বয়সভেদে কর্মকর্তাদের বহিরাঙ্গন বিনোদন

বহিরাঙ্গন বিনোদন	বয়স						মোট
	৩০-৩৪ (n=১১)	৩৫-৩৯ (n=২৪)	৪০-৪৪ (n=৪২)	৪৫-৪৯ (n=৪০)	৫০-৫৪ (n=১১)	৫৫-৫৯ (n=৩)	(N=১৩১)
১. পার্কে যাওয়া	৮ (৭২.৭৩)	৮ (৩৩.৩৩)	২২ (৫২.৩৮)	১১ (২৭.৫)	১ (৯.০৯)	–	৫০ (৩৮.১৬)
২. মেলায়/ চিড়িয়াখানায় যাওয়া	৪ (৩৬.৩৬)	১২ ৫০.০)	৭ (১৬.৬৭)	৫ (১২.৫)	–	–	২৮ (২১.৩৭)
৩. লন টেনিস/ ব্যাডমিন্টন খেলা	৩ (২৭.২৭)	৩ (১২.৫)	১১ (২৬.২)	১৬ (৪০.০)	৫ (৪৫.৪৫)	–	৩৮ (২৯.০)
৪. স্টেডিয়ামে খেলা দেখা	৩ (২৭.২৭)	১ (৪.১৭)	৫ (১১.৯)	২ (৫.০)	–	–	১১ (৮.৪)
৫. দীর্ঘ হাঁটা	১ (৯.০৯)	৭ (২৯.১৭)	২০ (৪৭.৬২)	২৮ (৭০.০)	৭ (৬৩.৬৪)	২ (৬৬.৬৭)	৬৫ (৪৯.৬২)
৬. গাড়ীতে দীর্ঘ ভ্রমণ	২ (১৮.১৮)	৬ (২৫.০)	১০ (২৩.৮১)	১২ (৩০.০)	৫ (৪৫.৪৫)	–	৩৫ (২৬.৭২)
৭. ছবি তোলা	–	৩ (১২.৫)	৪ (৯.৫২)	৬ (১৫.০)	১ (৯.০৯)	–	১৪ (১০.৬৯)
৮. বড়শীতে মাছ ধরা	–	–	৬ (১৪.২৮)	২ (৫.০)	–	–	৮ (৬.১)
৯. ধর্মীয় কাজে অংশ নেয়া	৩ (২৭.২৭)	৬ (২৫.০)	২১ (৫০.০)	২৩ (৫৭.৫)	৪ (৩৬.৩৬)	–	৫৭ (৪৩.৫১)
১০. বাগান করা	১ (৯.০৯)	২ (৮.৩৩)	৯ (২১.৪৩)	৭ (১৭.৫)	১ (৯.০৯)	২ (৬৬.৬৭)	২২ (১৬.৮)
১১. দোকানে কেনাকাটা	–	৩ (১২.৫)	৩ (৭.১৪)	২ (৫.০)	–	২ (৬৬.৬৭)	১০ (৭.৬৩)
১২. স্ত্রী/স্বামীকে নিয়ে ঘুরে বেড়ানো	৩ (২৭.২৭)	১৩ (৫৪.১৭)	২১ (৫০.০)	২১ (৫২.৫)	২ (১৮.১৮)	–	৬০ (৪৫.৮)
১৩. সপরিবারে ঘুরে বেড়ানো	৫ (৪৫.৪৫)	১৪ (৫৮.৩৩)	২৮ (৬৬.৬৭)	২৭ (৬৭.৫)	৬ (৫৪.৫৪)	২ (৬৬.৬৭)	৮২ (৬২.৬)
১৪. ব্যায়াম/ জগিং করা	২ (১৮.১৮)	২ (৮.৩৩)	৪ (৯.৫২)	১৩ (৩২.৫)	২ (১৮.১৮)	–	২৩ (১৭.৫৬)
১৫. সমাজ সেবা	৪ (৩৬.৩৬)	৫ (২৮.৮৩)	২১ (৫০.০)	২৪ (৬০.০)	৪ (৩৬.৩৬)	২ (৬৬.৬৭)	৬০ (৪৫.৮)
১৬. সাঁতার কাটা	১ (৯.০৯)	–	২ (৪.৭৬)	৩ (৭.৫)	–	–	৬ (৪.৫৮)
১৭. দর্শনীয় স্থান দেখা	৭ (৬৩.৬৪)	১৫ (৬২.৫)	৩৩ (৭৮.৫৭)	২৬ (৬৫.০)	৮ (৭২.৭৩)	২ (৬৬.৬৭)	৯১ (৬৯.৪৬)

সূত্র ঃ প্রশ্নপত্র জরিপ। বন্ধনীর মধ্যে শতকরা হার দেখানো হয়েছে। একাধিক উত্তর গ্রহণ করা হয়েছে।

এবং ৩০-৩৪ ও ৪০-৪৯ বছর বয়সী কর্মকর্তাদের মধ্যে এটি প্রায় উপেক্ষিত। বৈবাহিক অবস্থা বিবেচনায় অবিবাহিত কর্মকর্তাগণ পার্কে যাওয়া, ষ্টেডিয়ামে খেলা দেখা, টেনিস/ব্যাডমিন্টন খেলা ও সমাজ সেবাকে বহিরাঙ্গন বিনোদন হিসেবে নির্বাচন করেছেন। মেলায়/চিড়িয়াখানায় যাওয়া, গাড়িতে দীর্ঘ ভ্রমণ, ছবি তোলা, বড়শিতে মাছ ধরা, বাগান করা ও দোকানে কেনাকাটা অবিবাহিত কর্মকর্তাগণ সম্পূর্ণভাবে উপক্ষো করেছেন। অন্যদিকে বিবাহিত কর্মকর্তাদের প্রধান বিনোদন হচ্ছে সপরিবারে ঘুরে বেড়ানো, দীর্ঘ হাঁটা ও ধর্মীয় কাজে অংশগ্রহণ। পরিবারের আয়তন বিবেচনায় ১১-১২ সদস্য বিশিষ্ট পরিবারের কর্মকর্তাদের মাত্র দু ধরনের বহিরাঙ্গন বিনোদন-স্পাউজসহ ঘুরে বেড়ানো ও ঐতিহাসিক স্থান পরিদর্শন। পরিবারের আয়তন বাড়ার সাথে সাথে পার্কে যাওয়ার গুরুত্ব একদিকে যেমন কমে তেমনি অন্যদিকে ধর্মীয় কাজে অংশগ্রহণ বেড়ে যায়। সামান্য ব্যতিক্রম ছাড়া ১-২ সদস্য বিশিষ্ট, ৩-৪ সদস্য বিশিষ্ট ও ৫-৬ সদস্য বিশিষ্ট পরিবারের কর্মকর্তাদের বহিরাঙ্গন বিনোদনে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে একই ধরনের প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। আয়ভেদে কর্মকর্তাদের বহিরাঙ্গন বিনোদন বিবেচনায় দেখা যায় যে, নিম্নবিত্ত কর্মকর্তাগণ শুধু টেনিস/ব্যাডমিন্টন খেলা, ষ্টেডিয়ামে খেলা দেখা, দীর্ঘ হাঁটা, ব্যায়াম/জগিং ও সাঁতারে অংশ নেন। এ ছাড়া আয়ভেদেও কর্মকর্তাদের মধ্যে বহিরাঙ্গন বিনোদনে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে একই ধরনের প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়।

আয়াসযুক্ত বহিরাঙ্গন বিনোদন যেমন সাঁতার, ব্যায়াম/জগিং ও দীর্ঘ হাঁটা ইত্যাদিতে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। মাঝারি স্বাস্থ্যের (সি শ্রেণী) অধিকারী কর্মকর্তাগণ প্রধানতঃ স্পাউজ ও পরিবারসহ ঘুরে বেড়ান। ভাল স্বাস্থ্যের (বি শ্রেণী) অধিকারী কর্মকর্তাগণের প্রধান বিনোদন হচ্ছে ঐতিহাসিক স্থান পরিদর্শন, স্পাউজ ও পরিবারসহ ঘুরে বেড়ানো। চমৎকার স্বাস্থ্যের (এ শ্রেণী) অধিকারী কর্মকর্তাগণের প্রধান বিনোদন হচ্ছে ঐতিহাসিক স্থান পরিদর্শন, পরিবারসহ ঘুরে বেড়ানো, দীর্ঘ হাঁটা,সমাজ সেবা ও ধর্মীয় কাজে অংশগ্রহণ।

নির্বাচিত বিনোদন স্থান ও ক্লাবের বিনোদন

বাড়ি কর্মকর্তাদের প্রধান বিনোদন স্থান হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে (সারণী ৮)। অন্য তিনটি উল্লেখযোগ্য বিনোদন স্থান হচ্ছে পার্ক, ক্লাব ও গ্রন্থাগার। পদমর্যাদা

অনুযায়ী অতিরিক্ত সচিবদের কাছে বাড়ি, ক্লাব ও গ্রন্থাগার বিনোদন স্থান হিসেবে সমান গুরুত্ব পেয়েছে। উপ-সচিব, সিনিয়র সহকারি সচিব ও সহকারি সচিবদের তুলনায় যুগ্ম-সচিবদের কাছে ক্লাব অধিক গুরুত্ব পেয়েছে। যুগ্ম-সচিব ও উপ-সচিবদের কাছে পার্ক ও গ্রন্থাগার উল্লেখযোগ্য বিনোদন স্থান হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। নারী-পুরুষ বিবেচনায় পুরুষ কর্মকর্তাদের তুলনায় মহিলা কর্মকর্তাদের কাছে বাড়ি ও পার্ক বিনোদন স্থান হিসেবে অধিক গুরুত্ব পেয়েছে। মহিলা কর্মকর্তাদের কেউই ক্লাব ও ষ্টেডিয়ামকে বিনোদন স্থান হিসেবে চিহ্নিত করেননি।

সারণী ৮। কর্মকর্তাদের নির্বাচিত বিনোদন স্থান

পদমর্যাদা	বিনোদনের স্থান					
	বাড়ি	পার্ক	নদীর তীর	ষ্টেডিয়াম	ক্লাব	গ্রন্থাগার
অতিরিক্ত সচিব বা সমমান (n=৩)	৩ (১০০.০০)	১ (৩৩.৩৩)	–	–	৩ (১০০.০০)	৩ (১০০.০০)
যুগ্ম-সচিব বা সমমান (n=১৮)	১৮ (১০০.০০)	১১ (৬১.১১)	২ (১১.১১)	১ (৫৫.৫৫)	১৪ (৭৭.৭৮)	১১ (৬১.১১)
উপ-সচিব বা সমমান (n=৩৯)	৩৭ (৯৪.৮৭)	২৪ (৬১.৫৪)	৮ (২০.৫১)	৪ (১০.২৬)	২২ (৫৬.৪১)	২৬ (৬৬.৬৬)
সিনিয়র সহকারী সচিবা সমমান (n=৫৬)	৪৯ (৮৭.৫)	৩০ (৫৩.৫৭)	৮ (১৪.২৮)	৪ (৭.১৪)	২৬ (৪৬.৪৩)	২১ (৩৭.৫)
সহকারী সচিব বা সমমান (n =১৫)	১২ (৮০.০)	১২ (৮০.০)	৫ (৩৩.৩৩)	২ (১৩.৩৩)	৭ (৪৬.৬৬)	৭ (৪৬.৬৬)
মোট (N=১৩১)	১১৯ (৯০.৮৪)	৭৮ (৫৯.৫৪)	২৩ (১৭.৫৬)	১১ (৮.৪০)	৭২ (৫৪.৯৬)	৬৮ (৫১.৯১)

সূত্র ঃ প্রশ্নপত্র জরিপ। বন্ধনীর মধ্যে শতকরা হার দেখানো হয়েছে। একাধিক উত্তর গ্রহণ করা হয়েছে।

কর্মকর্তাদের মাসিক বিনোদন ব্যয় টাকা <৫০০ হতে টাকা ৮০০০ পর্যন্ত হয়ে থাকে। গবেষণাধীন কর্মকর্তাদের এক-তৃতীয়াংশের মাসিক বিনোদন ব্যয় টাকা ১০০০এর বেশি নয়। এক-চতুর্থাংশ কর্মকর্তার এ·খাতে ব্যয় টাকা ২০০০-৩০০০ এবং এক-দশমাংশের অধিক কর্মকর্তা এ খাতে মাসে টাকা ৩০০০-৪০০০ ব্যয় করেন। পদমর্যাদার হিসেবে সহকারি সচিবদের মাসিক বিনোদন

ব্যয় টাকা<৫০০ হতে টাকা ৩০০০ পর্যন্ত হয়ে থাকে। অতিরিক্ত সচিবদের ক্ষেত্রেও এই ব্যয় টকা ৫০০ হতে টাকা ৩০০০ পর্যন্ত হয়ে থাকে। যুগ্ম-সচিব ও উপ-সচিবদের অধিকাংশের ক্ষেত্রে মাসিক বিনোদন ব্যয় যথাক্রমে টাকা ১৫০০ হতে টাকা ৪০০০ এবং টাকা ১০০০ হতে টাকা ৩০০০। সিনিয়র সহকারি সচিবদের অধিকাংশের মাসিক বিনোদন ব্যয় টাকা ১০০০ পর্যন্ত সীমিত এবং এদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ মাসে টাকা ১০০০-টাকা ৩০০০ বিনোদন খাতে ব্যয় করেন। বিনোদন খাতে গবেষণাধীন কর্মকর্তাদের মাসিক গড় ব্যয় হচ্ছে টাকা ১৮৭৭.০৯। পদমর্যাদা বৃদ্ধির সাথে সাথে এই ব্যয়ও বাড়ে। অতিরিক্ত সচিবদের এ খাতে মাসিক গড় ব্যয় টাকা ৩৫৩৩.৩৩ যা সর্বোচ্চ এবং সহকারি সচিবদের ক্ষেত্রে এই ব্যয় টাকা ৯৬৩.৬৬ যা সর্বনিম্ন। মহিলা কর্মকর্তাগণের মাসিক গড় বিনোদন ব্যয় (টাকা ২৫৬৬.৬৬) পুরুষ কর্মকর্তাদের (টাকা ১৭৬৭.২৫) চেয়ে বেশি।

সাপ্তাহিক সময় ব্যয়ের ধরন

গবেষণায় দেখা গেছে যে, কমকর্তাগণ সপ্তাহে গড়ে সর্বোচ্চ ৪৭.৭৫ ঘন্টা ঘুমান (সারণী৯)। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৪০.২৭ ঘন্টা দাপ্তরিক কাজে এবং তৃতীয় সর্বোচ্চ ২৬.৫১ ঘন্টা অবসর। ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা, গৃহস্থালির কাজ ও ব্যক্তিগত/ পারিবারিক দায় মেটাতে সপ্তাহে গড়ে যথাক্রমে ১৫.৫৫ ঘন্টা, ১৬.৮৫ ঘন্টা ও ১৫.২৪ ঘন্টা ব্যয় হয়। অফিস যাতায়াতের জন্য কর্মকর্তাগণ সপ্তাহে গড়ে ৫.৮১ঘন্টা ব্যয় করেন। পদমর্যাদা বিবেচনায় অতিরিক্ত সচিবদের সাপ্তাহিক গড় অবসর সময় ২৯.৬৭ ঘন্টা যা সর্বোচ্চ এবং উপ-সচিবদের সাপ্তাহিক গড় অবসর সময় ২৫.১৫ ঘন্টা যা সর্বনিম্ন। পদমর্যাদা নির্বিশেষে সাপ্তাহিক সময় ব্যবহারে একই ধরনের প্রবণতা দেখা যায়। নারী-পুরুষ বিবেচনায় গৃহস্থালির কাজে মহিলা কর্মকর্তাগণ যে সময় (সপ্তাহে গড়ে ২১.৬১ ঘন্টা) ব্যয় করেন তা পুরুষ কর্মকর্তাদের তুলনায় (সপ্তাহে গড়ে ১৬.০৯ঘন্টা) বেশি। অন্যদিকে পুরুষ কর্মকর্তাদের সাপ্তাহিক গড় অবসর সময় (২৭.৪৭ঘন্টা) মহিলা কর্মকর্তাদের তুলনায় (সপ্তাহে গড়ে ২০.৫৩ ঘন্টা) বেশি।

সারণী ৯ । কর্মকর্তাদের সাপ্তাহিক সময় ব্যয়ের ধরন

সময় ব্যয়ের ধরন	পদমর্যাদা এবং মোট ও গড় অবসর সময় (ঘন্টা)					মোট
	অতিরিক্ত সচিব বা সমমান (n=৩)	যুগ্ম-সচিব বা সমমান (n=১৮)	উপ-সচিব বা সমমান (n=৩৯)	সিনিয়র সহকারি সচিব বা সমমান (n=৫৬)	সহকারি সচিব বা সমমান (n=১৫)	(N=১৩১)
ঘুম	১৩৩ (৪৪.৩৩)	৮৩৭ (৪৬.৫)	১৯১২ (৪৯.০২)	২৬৫০.৫ (৪৭.৩৩)	৭২৩ (৪৮.২)	৬২৫৫.৫ (৪৭.৭৫)
দাপ্তরিক কাজ	১২০ (৪০)	৭২২ (৪০.১১)	১৫৮০ (৪০.৫১)	২২৫১.৫ (৪০.২)	৬০২ (৪০.১৩)	৫২৭৫.৫ (৪০.২৭)
ব্যক্তিগত যত্ন (গোছল, খাওয়া ইত্যাদি)	৫২ (১৭.৩৩)	২৮৭ (১৫.৯৪)	৬২৫ (১৬.০২)	৮৪০ (১৫)	২৩৩ (১৫.৫৩)	২০৩৭ (১৫.৫৫)
গৃহস্থালির কাজ	৪৩ (১৪.৩৩)	৩০১ (১৬.৭২)	৬৪৪ (১৬.৫১)	৯৫৪ (১৭.০৪)	২৬৬ (১৭.৭৩)	২২০৮ (১৬.৮৫)
অফিস যাতায়াত	১৫ (৫)	১০৮ (৬)	২৩০ (৫.৯)	৩০৫.৫ (৫.৪৬)	১০২.৫ (৬.৮৩)	৭৬১ (৫.৮১)
ব্যক্তিগত/ পারিবারিক দায় (বাজার করা, সন্তানদের লেখা-পড়ায় সাহায্য করা ইত্যাদি)।	৫২ (১৭.৩৩)	২৮২ (১৫.৬৭)	৫৮০ (১৪.৮৭)	৯১৭ (১৬.৩৭)	১৬৬.৫ (১১.১)	১৯৯৭.৫ (১৫.২৪)
অবসর	৮৯ (২৯.৬৭)	৪৮৭ (২৭.০৫)	৯৮১ (২৫.১৫)	১৪৮৯.৫ (২৬.৬)	৪২৭ (২৮.৪৭)	৩৪৭৩.৫ (২৬.৫১)

সূত্র ঃ প্রশ্নপত্র জারপ। বন্ধনার মধ্যে গড় সময় ব্যয় দেখানো হয়েছে।

ঢাকা শহরে প্রায় অনুপস্থিত বিনোদন সুবিধাদি

গবেষণাধীন কর্মকর্তাগণ বিনোদনের জন্য ৬টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে চিহ্নিত করেছেন যেগুলো ঢাকা শহরে নেই বললেই চলে। এগুলো হলো পার্ক, খেলার

মাঠ, লেক, সবুজ মুক্তাঙ্গন, নিরাপদ পরিবেশ ও গ্রন্থাগার। এছাড়া অন্যান্য উল্লেখযোগ্য সুবিধাদি হলো নাটকের জন্য মুক্তমঞ্চ, পরিবহন, ক্লাব ও হাঁটার জন্য ফুটপাথ যেগুলো অনুপস্থিত কিংবা প্রায় অনুপস্থিত। অধিকাংশ কর্মকর্তার মতে ঢাকা শহরের বিদ্যমান পার্ক/মুক্তাঙ্গনসমূহ জনসংখ্যার অনুপাতে যথাযথ নয়। এ পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকা শহর উন্নয়ন পরিকল্পনায় পার্ক/মুক্তাঙ্গনের গুরুত্ব গবেষণায় চিহ্নিত হয়েছে।

বিনোদনে অংশগ্রহণে বাধাসমূহ এবং প্রস্তাবিত বিনোদন সুবিধাদি

পদমর্যাদা নির্বিশেষে কর্মকর্তাগণ ৬টি বিষয়কে বিনোদনে বিশেষতঃ বহিরাঙ্গন বিনোদনে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বাধা হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। এগুলো হচ্ছে- আর্থিক, যানবাহনের অপর্যাপ্ততা, দূষণমুক্ত পরিবেশ, নিরাপত্তাহীনতা, যানজট ও অসামাজিক কার্যকলাপ। অন্যান্য উল্লেখযোগ্য বাধাগুলো হলো- সন্ত্রাস, অপর্যাপ্ত সুবিধাদি (পার্ক, মুক্তাঙ্গন ও লেক), সময়ের অভাব ও অনাগ্রহ।

কর্মকর্তাগণ সরকারি কর্মকর্তাদের জন্য ৫টি গুরুত্বপূর্ণ সুবিধাদির প্রস্তাব করেছেন (সারণী১০)। এগুলো হলো বিনোদন ভাতা, প্রতি বছর এক মাস বাধ্যতামূলক বিনোদন ছুটি, কমিউনিটি ভিত্তিক গ্রন্থাগার, মহিলা ক্লাব/মহিলা পার্ক ও নতুন পার্ক/মুক্তাঙ্গন/লেক নির্মাণ। অন্যান্য প্রস্তাবসমূহ হচ্ছে কমিউনিটিভিত্তিক ক্লাব, শিশুদের জন্য কমিউনিটিভিত্তিক খেলার মাঠ, বিদ্যমান খেলার মাঠসমূহ সংরক্ষণ, বিনোদন কেন্দ্র স্থাপন, মুক্তমঞ্চ ও শিশুপার্ক/মিলনায়তন নির্মাণ।

সারণী ১০ ঃ প্রস্তাবিত বিনোদন সুবিধাদি

বিনোদন সুবিধা	পদমর্যাদা					মোট
	অতিরিক্ত সচিব বা সমমান (n=৩)	যুগ্ম-সচিব বা সমমান (n=১৮)	উপ-সচিব বা সমমান (n=৩৯)	সিনিয়র সহকারি সচিব বা সমমান (n=৫৬)	সহকারি সচিব বা সমমান (n=১৫)	(N=১৩১)
১. এক মাসের আবিশ্যক বিনোদন ছুটি	১ (৩৩.৩৩)	৮ (৪৪.৪৪)	২১ (৫৩.৮৫)	১৯ (৩৩.৯৩)	৩ (২০.০)	৫২ (৩৯.৭)
২. বিনোদন ভাতা	১ (৩৩.৩৩)	৯ (৫০.০)	১৯ (৪৮.৭২)	২২ (৩৯.২৮)	৪ (২৬.৬৭)	৫৫ (৪১.৯৮)
৩. নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ	১ (৩৩.৩৩)	২ (১১.১১)	১ (২.৫৬)	৬ (১০.৭১)	৩ (২০.০)	১৩ (৯.৯২)
৪. বিনোদন পরিবহন বই পড়া	১ (৩৩.৩৩)	৪ (২২.২২)	৫ (১২.৮২)	১৭ (৩০.৩৬)	৬ (৪০.০)	৩৩ (২৫.২)
৫. মহিলা ক্লাব/ মহিলা পার্ক	১ (৩৩.৩৩)	৭ (৩৮.৮৯)	১৯ (৪৮.৭২)	১৩ (২৩.২১)	১ (৬.৬৭)	৪১ (৩১.৩)
৬. শিশুদের জন্য কমিউনিটি কেন্দ্রিক খেলার মাঠ	১ (৩৩.৩৩)	৪ (২২.২২)	১৩ (৩৩.৩৩)	৮ (১৪.২৮)	১ (৬.৬৭)	২৭ (২০.৬১)
৭. খেলার মাঠ সংরক্ষণ	১ (৩৩.৩৩)	৩ (১৬.৬৭)	৭ (১৭.৯৫)	৯ (১৬.০৭)	৪ (২৬.৬৭)	২৪ (১৮.৩২)
৮. শিশু পার্ক/ অডিটরিয়াম নির্মাণ	–	২ (১১.১১)	৫ (১২.৮২)	৭ (১২.৫)	১ (৬.৬৭)	১৫ (১১.৪৫)
৯. কমিউনিটিকেন্দ্রিক গ্রন্থাগার	২ (৬৬.৬৬)	৮ (৪৪.৪৪)	১৮ (৪৬.১৫)	১৪ (২৫.০)	৬ (৪০.০)	৪৮ (৩৬.৬৪)
১০. কমিউনিটি কেন্দ্রিক ক্লাব	–	৪ (২২.২২)	৭ (১৭.৯৫)	১৫ (২৬.৭৮)	২ (১৩.৩৩)	২৮ (২১.৩৭)
১১. নাট্যাভিনয়ের জন্য মুক্ত মঞ্চ	২ (৬৬.৬৬)	৫ (২৭.৭৮)	৭ (১৭.৯৫)	২ (৩.৫৭)	১ (৬.৬৭)	১৭ (১২.৯৮)
১২. নতুন পার্ক/ মুক্তাঙ্গন ও লেক নির্মাণ	–	৯ (৫০.০)	৬ (১৫.৩৮)	২০ (৩৫.৭১)	১ (৬.৬৭)	৩৬ (২৭.৪৮)
১৩. সুইমিংপুল নির্মাণ	–	১ (৫.৫৫)	১ (২.৫৬)	৩ (৫.৩৬)	৩ (২০.০)	৮ (৬.১২)
১৪. বিনোদন কেন্দ্র নির্মাণ	–	৩ (১৬.৬৭)	৬ (১৫.৩৮)	৭ (১২.৫)	১ (৬.৬৭)	১৭ (১২.৯৮)
১৫.বেসরকারিকরণের মাধ্যমে পর্যটন শিল্পের উন্নয়ন	১ (৩৩.৩৩)	৪ (২২.২২)	৪ (১০.২৫)	১ (১.৭৮)	২ (১৩.৩৩)	১২ (৯.১৬)

সূত্র ঃ প্রশ্নপত্র জরিপ। বন্ধনীর মধ্যে শতকরা হার দেখানো হয়েছে। একাধিক উত্তর গ্রহণ করা হয়েছে।

উপসংহার

মানুষ ঘরে ও বহিরাঙ্গনে বিভিন্ন বিনোদন কর্মকান্ডে সক্রিয় বা নিষ্ক্রিয়ভাবে অংশ নেয়। গৃহ প্রধান বিনোদন স্থান হিসেবে চিহ্নিত হওয়ার কারণে সরকারি কর্মকর্তাগণ নিষ্ক্রিয় বিনোদনে অংশ নেন। অন্য এক গবেষণায়ও গৃহকে ঢাকা শহরবাসীগণ প্রধান বিনোদন স্থান হিসেবে চিহ্নিত করেছেন (Haque, 1995)। অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিনোদন স্থান পার্ক, ক্লাব ও গ্রন্থাগার। সৃজনশীল বিনোদন যেমন ছবি আঁকা ও নাট্যাভিনয়ে অংশগ্রহণ হয়েছে উপেক্ষিত। যদিও ক্লাব পুরুষ কর্মকর্তাদের গুরুত্বপূর্ণ বিনোদন স্থান তথাপি সেখানে নিষ্ক্রিয় বিনোদন যেমন আড্ডা দেয়া ও তাস খেলাই প্রধান। জুয়া খেলা আত্মোন্নয়নের প্রতিবন্ধক হিসেবে বিবেচিত হলেও পদমর্যাদা বৃদ্ধির সাথে সাথে জুয়া খেলায় অংশগ্রহণের বৃদ্ধি লক্ষ্য করা যায়।

গৃহ প্রধান বিনোদন স্থান হিসেবে চিহ্নিত হলেও কর্মকর্তাগণ অবসরে কিছু বহিরাঙ্গন বিনোদনেও অংশ নেন। কিন্তু এই বহিরাঙ্গন বিনোদন সক্রিয় নয়। ঢাকা শহরে পার্ক ও মুক্তাঙ্গনের সংখ্যা পর্যাপ্ত নয়। তাছাড়া ভীড়, নিরাপত্তাহীনতা ও সুবিধাদির অপর্যাপ্ততা পার্কসমূহের একটি বৈশিষ্ট হলেও পার্কে যাওয়া একটি গুরুত্বপূর্ণ বহিরাঙ্গন বিনোদন হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। প্রয়োজনীয় ভৌত সুবিধাদির অভাবের কারণে শারিরীক আয়াসযুক্ত বিনোদন যেমন টেনিস/ ব্যাডমিন্টন খেলা, ব্যায়াম/জগিং, বাগান করা ও সাঁতার কম গুরুত্বপূর্ণ বিনোদন হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।

বাংলাদেশের সরকারি কর্মকর্তাদেরকে উচ্চ হারে বেতন দেয়া হয় না এমনকি তাঁদের বেতন বাজারের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। বিনোদনে অংশগ্রহণে অর্থ ব্যয়ের সংশ্লিষ্টতা রয়েছে। কিন্তু সরকারি কর্মকর্তাগণ বিনোদনের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ ব্যয়ে সমর্থ নন। আর্থিক সংকট বিনোদনে বিশেষতঃ বহিরাঙ্গন বিনোদনে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বাধা। এ ছাড়া যানবাহনের অভাব, দুষণমুক্ত পরিবেশ (বায়ু ও শব্দ দূষণ), নিরাপত্তাহীনতা, যানজট, অসামাজিক কার্যকলাপ ও সন্ত্রাস বহিরাঙ্গন বিনোদনে অংশগ্রহণকে বাধাগ্রস্ত করে।

বাংলাদেশে গৃহস্থালির দায়িত্ব মূলতঃ মহিলারাই পালন করে থাকেন। সরকারি কর্মকর্তাদের ক্ষেত্রে এর কোন ব্যতিক্রম নেই। একই ধরনের দাপ্তরিক কাজের শেষে মহিলা কর্মকর্তাগণ গৃহস্থালির কাজে পুরুষ কর্মকর্তাদের তুলনায় অধিক সময় ব্যয় করেন। অন্যদিকে পুরুষ কর্মকর্তাগণ মহিলা কর্মকর্তাদের চেয়ে বেশি অবসর ভোগ করেন। মহিলাদের ক্ষেত্রে পদমর্যাদা বৃদ্ধির সাথে সাথে অবসর সময় কমতে থাকে। পদমর্যাদা ও লিঙ্গভেদে অবসর সময়ের তারতম্য ঘটে। কর্ম সপ্তাহের স্বল্প দৈর্ঘ, প্রযুক্তিগত উন্নতি ও গড় আয়ু বাড়ার কারণে উন্নত বিশ্বের দেশগুলোর জনগণের গড় অবসর সময় বেড়েছে। উন্নয়নশীল বিশ্বের সাথে তুলনা করলে বাংলাদেশ সচিবালয়ের সরকারি কর্মকর্তাদের সাপ্তাহিক গড় অবসর সময় আমেরিকান, ফরাসী, দিনেমার ও ওলন্দাজদের চেয়ে উল্লেখযোগ্যভাবে কম (Franklin, 1988 quoted in Leitner et al., 1989:344)। তবে ঢাকা শহরের অন্যান্য চাকিরজীবীদের তুলনায় সরকারি কর্মকর্তাদের অবসর বেশি (Haque, 1995: 80)।

অবসর সময়ের ইতিবাচক ব্যবহার নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের অন্যতম সাংবিধানিক দায়িত্ব। শহরবাসীদের অবসর ও বিনোদনের জন্য প্রয়োজনীয় সুবিধাদি সরবরাহ করা ঢাকা সিটি কর্পোরেশনেরও (DCC) ম্যান্ডেটরী দায়িত্ব। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৫(গ) অনুচ্ছেদে অবসর ও বিনোদন অধিকার হিসেবে স্বীকৃত হলেও সরকারি কর্মকর্তাগণের জীবনে এই অধিকার এখনও অর্জিত হয়নি।

পার্ক ও সবুজ মুক্তাঙ্গন যে কোন শহরের ফুসফুস হিসেবে বিবেচিত। কিন্তু ঢাকা শহরে এগুলো দুর্লভ এবং প্রায় অনুপস্থিত। বহিরাঙ্গন বিনোদন সুবিধাদির দুস্প্রাপ্যতা সরকারি কর্মকর্তাদেরকে অপরাপর নগরবাসীর সাথে গৃহকেন্দ্রিক বিনোদনে বাধ্য করছে। ঢাকা শহরের আয়তন অসংলগ্নভাবে বাড়লেও বিনোদনের মৌলিক সুবিধাদি একই আছে অথবা এমনকি হ্রাস পেয়েছে। পার্ক ও মুক্তাঙ্গন সুবিধা নগর উন্নয়ন পরিকল্পনার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এটি নগর পরিকল্পনাবিদগণ কর্তৃক দীর্ঘদিন যাবৎ উপেক্ষিত হয়ে আসছে। গবেষণাধীন সরকারি কর্মকর্তাগণ এ বিষয়েও মত প্রকাশ করেছেন যে,

ঢাকা শহরের বিদ্যমান পার্ক/মুক্তাঙ্গন জনসংখ্যার অনুপাতে যথার্থ নয়। কাজেই ঢাকা শহর উন্নয়ন পরিকল্পনায় পার্ক/মুক্তাঙ্গনের বিষয়টি যথেষ্ট গুরুত্বের সাথে বিবেচিত হওয়া প্রয়োজন।

সুপারিশমালা

বর্তমান গবেষণা প্রবন্ধটি বাংলাদেশ সচিবালয়ে কর্মরত কর্মকর্তাদের অবসর ও বিনোদন সম্পর্কে একটি প্রাথমিক আলোচনা। নগর জীবনের একটি অবিচ্ছেদ্য অথচ উপেক্ষিত অংশ হিসেবে সরকারি কর্মকর্তাদের অবসর ও বিনোদন চাহিদার বিষয় যথেষ্ট গুরুত্বের সাথে প্রবন্ধে উপস্থাপনের প্রয়াস নেয়া হয়েছে। যোগ্য কর্তৃপক্ষ এতদসংক্রান্ত গবেষণালব্ধ সুপারিশসমূহ বিবেচনা করতে পারেন।

১. বিনোদন ভাতাঃ বাংলাদেশের সরকারি কর্মকর্তাদের বেতনভাতাদি পর্যাপ্ত নয়। অবসর ও বিনোদনের জন্য তাদেরকে কিছু অর্থ ব্যয় করতে হয় যা তাদের চাহিদার তুলনায় অপ্রতুল। সংস্থাপন মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত সর্বশেষ সার্কুলারের (বাংলাদেশ গেজেট, জুলাই ৮, ১৯৯৯) মাধ্যমে Bangladesh Services (Recreation Allowance) Rules 1979 অনুযায়ী ১লা জুলাই ১৯৯৯ হতে প্রত্যেক সরকারি কর্মচারি ও কর্মকর্তার জন্য বিনোদন ভাতা চালু করা হয়েছে। এই সার্ভিস রুলস্ অনুসারে প্রত্যেক কর্মকর্তা/কর্মচারি প্রতি তিন বছরে একবার তার এক মাসের মূলবেতনের সমপরিমাণ অর্থ বিনোদন ভাতা হিসেবে পাবেন। কিন্তু এই পরিমাণ অর্থ বিনোদন চাহিদা মেটানোর জন্য যথেষ্ট নয়। এ পরিপ্রেক্ষিতে প্রতি মাসে মূলবেতনের শতকরা ২০ ভাগ অর্থ বিনোদন ভাতা হিসাবে প্রদান করা যায় এবং এই অর্থের নিম্নসীমা প্রতি মাসে টাকা ১,০০০/- (এক হাজার)-এর কম হবে না।

২. বিনোদন ছুটিঃ জারীকৃত গেজেট নোটিশ অনুযায়ী প্রতি তিন বছর অন্তর এক মাসের বিনোদন ছুটি বিনোদন চাহিদা মেটানোর জন্য যথেষ্ট নয়। সরকারি কর্মকর্তাগণ সরকারি ও রাষ্ট্রীয় ছুটির দিনগুলোতে বিনোদন চাহিদা মেটাতে

সচেষ্ট থাকেন এবং অনেক সময় বিনোদন উদ্দেশ্যে তারা নৈমিত্তিক ছুটির সুবিধা গ্রহণ করেন। সচিবালয়ের কর্মকর্তাগণকে দাপ্তরিক কাজের চাপের সাথে সাথে নগর জীবনের দুর্ভোগও পোহাতে হয়। কিন্তু চাপ ও দুর্ভোগ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য ঢাকা শহরে পর্যাপ্ত বিনোদন সুবিধাদি নেই। বিনোদন ছুটির অপর্যাপ্ততা বা অনুপস্থিতি তাদেরকে শহরের বা দেশের বাইরে বিনোদন চাহিদা মেটাতে বাধার সৃষ্টি করে। এ পরিপ্রেক্ষিতে বিনোদন ভাতা হিসেবে এক মাসের মূলবেতনের সমপরিমাণ অর্থসহ প্রতিবছর এক মাস বাধ্যতামূলক বিনোদন ছুটি প্রবর্তন করা যেতে পারে। এই বিনোদন ছুটি প্রবর্তনের সুবিধার্থে বর্তমানে চালুকৃত দুই দিনের সাপ্তাহিক ছুটি কমিয়ে একদিন করা যায়।

৩. কমিউনিটি কেন্দ্রিক গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠাঃ গ্রন্থাগার, অবসর ও বিনোদনের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। দাপ্তরিক কাজের শেষে সরকারি কর্মকর্তাগণ গ্রন্থাগারে অবসর সময় কাটাতে পারেন। এ পরিপ্রেক্ষিতে কমিউনিটি কেন্দ্রিক গ্রন্থাগার স্থাপন করা যেতে পারে।

৪. নতুন মহিলা ক্লাব ও মহিলা পার্ক তৈরীঃ ঢাকা শহরে মহিলা ক্লাব দুর্লভ এবং মহিলা পার্ক একেবারেই অনুপস্থিত। মহিলা সরকারি কর্মকর্তা ও পুরুষ কর্মকর্তাগণের স্ত্রীদের অবসর বিনোদনের জন্য সরকারি আবাসিক এলাকার কাছাকাছি মহিলা ক্লাব ও পার্ক স্থাপন করা যেতে পারে।

৫. নতুন পার্ক/মুক্তাঙ্গন ও লেক তৈরীঃ ঢাকা শহরে বিদ্যমান পার্কসমূহ নাগরিকদের ক্রমবর্ধমান বিনোদন চাহিদা মেটানোর জন্য যথেষ্ট নয়। পার্কসমূহ ও জনসংখ্যার অনুপাতও যথাযথ নয়। শহরবাসীদের ন্যূনতম বিনোদন চাহিদা মেটানোর জন্য নতুন পার্ক নির্মাণ জরুরী। পার্ক ও মুক্তাঙ্গন শুধু বিনোদনের জন্যই ব্যবহৃত হয় না, এর বৃক্ষরাজি বিষাক্ত গ্যাসসমূহ শোষণের মাধ্যমে নগর পরিবেশকে দুষণ হতে রক্ষা করে। মানবদেহে রক্ত সঞ্চালনকারী শিরার মত লেক নগর পরিবেশের স্বাস্থ্যসম্মত বিকাশে সহায়তা করে। লেকের প্রয়োজন শুধু বিনোদন ও নগরের সৌন্দর্য্য বাড়ানোর জন্যই নয় এটি ঢাকা শহরের প্রাকৃতিক জল নিষ্কাশন ব্যবস্থার (Natural drainage system) উন্নয়নের জন্যও গুরুত্বপূর্ণ। সুস্থ নগর বাস্তসংস্থানের (Urban ecology) উপর পার্ক/মুক্তাঙ্গন

ও লেকের প্রভাব অপরিসীম। সর্বোপরি ঢাকা শহরবাসীদের মধ্যে পরিবেশ সুস্থ রাখার চেতনা সৃষ্টিতে পার্ক/মুক্তাঙ্গন ও লেক যথেষ্ট ভূমিকা পালন করতে পারে। কাজেই নতুন পার্ক/মুক্তাঙ্গন ও লেক নির্মাণের জন্য আশু পদক্ষেপ গ্রহণের পাশাপাশি বিদ্যমান পার্ক/মুক্তাঙ্গন ও লেকের সংস্কার ও সংরক্ষণ করা প্রয়োজন।

৬. কমিউনিটি কেন্দ্রিক ক্লাব স্থাপনঃ ঢাকা শহরে বসবাসকারী সরকারি কর্মকর্তাদের সংখ্যা বিবেচনায় বিদ্যমান অফিসার্স ক্লাবসমূহ তাদের ন্যূনতম বিনোদন চাহিদা মেটাতে সক্ষম নয়। কাজেই সরকারি আবাসিক এলাকার কাছাকাছি নতুন ক্লাব নির্মাণ করা হলে তা অবশ্যই সরকারি কর্মকর্তা ও তাদের পরিবারের অন্তঃকক্ষ বিনোদনের ন্যূনতম চাহিদা মেটাতে সক্ষম হবে।

৭. শিশুদের জন্য কমিউনিটি কেন্দ্রিক খেলার মাঠ নির্মাণঃ শিশুদের শরীর ও মনের সুস্থ বিকাশের জন্য খেলার মাঠের কোন বিকল্প নেই। শিশুরাই জাতির ভবিষ্যত। কিন্তু বাংলাদেশে শিশুদের বিনোদনের বিষয়টি বরাবরই উপেক্ষিত থেকেছে। ঢাকা শহরের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বাসা বাড়ির পরিবেশ শিশুদের জন্য অনুকুল নয়। শিশুরা অনেকটা কারাগারের মতই গৃহবন্দী থাকে যা তাদের মানসিক বিকাশের পরিপন্থী। কাজেই তাদের দেহমনের সুস্থতার দিকটি বিবেচনা করে কমিউনিটি কেন্দ্রিক খেলার মাঠ নির্মাণের আশু পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন।

৮. বিদ্যমান খেলার মাঠসমূহ সংরক্ষণঃ বিদ্যমান খেলার মাঠগুলো ঢাকা শহরের চাহিদার তুলনায় অনেক কম। তা ছাড়া খেলার মাঠসমূহ গ্রাস করে আবাসিক ফ্ল্যাট নির্মাণের উল্লেখযোগ্য প্রবণতা দেখা যায়। এই প্রবণতা অচিরেই অবশ্যই বন্ধ করা প্রয়োজন এবং পাশাপাশি বিদ্যমান খেলার মাঠসমূহ সংরক্ষণ করা দরকার।

৯. নাট্যাভিনয়ের জন্য মুক্ত মঞ্চ নির্মাণঃ মুক্ত মঞ্চ নগর সংস্কৃতির একটি উল্লেখযোগ্য দিক যদিও এটি বাংলাদেশে পুরোপুরি উপেক্ষিত। সরকারি কর্মকর্তাসহ নগরবাসীদের ন্যূনতম বিনোদন চাহিদা মেটানোর জন্য ঢাকা শহরে কয়েকটি মুক্ত মঞ্চ নির্মাণ করা যেতে পারে।

১০. নতুন শিশুপার্ক নির্মাণঃ ঢাকা শহরে নগণ্য শিশু পার্ক রয়েছে এবং মিউনিসিপ্যাল শিশু পার্কগুলো প্রায় ধ্বংসপ্রাপ্ত। সোহরাওয়ার্দী উদ্যান সংলগ্ন শিশুপার্কসহ অন্য তিনটি বেসরকারী শিশুপার্কই (শ্যামলী, গেন্ডারিয়া ও গুলশানে অবস্থিত) ঢাকার শিশুদের প্রধান বিনোদন স্থান। এই পার্কগুলো কোনভাবেই শিশুদের ন্যূনতম বিনোদন চাহিদা মেটাতে সক্ষম নয়। কাজেই নতুন শিশুপার্ক নির্মাণের আশু পদক্ষেপ গ্রহণ অপরিহার্য।

টীকা ঃ বর্তমান প্রবন্ধটি বিপিএটিসি কর্তক পরিচালিত "Leisure behavior of civil servants : A study on class-I officers working at the Bangladesh Secretariat" শীর্ষক গবেষণার উপর ভিত্তি করে লেখা হয়েছে। প্রবন্ধকার এ বিষয়ে জনাব এ কে এম শামসুল আলম (প্রাক্তন এমডিএস, বিপিএটিসি) ও জনাব ইরতিজা আহম্মদ চৌধুরীর (সিনিয়র সহকারি সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়; বর্তমানে ওএসডি, সংস্থাপন মন্ত্রণালয়) প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছে।

তথ্যনির্দেশিকা

Brightabill, C. K. (1960) *The challenge of leisure.* New Jersey : Prentice-Hall.

Brown, R. K. (1985) "Work and leisure". In Adam Kuper and Jessica Kuper (ed.) *The Social Science encyclopaedia.* London : Routledge & Kegan Peul.

Bucher, Charles A. and Richard D. Bucher (1974) *Recreation for Today's Society.* New Jersey : Prentice-Hall.

Clawson, M. and Knetsch, J. L (1966) *Economics of outdoor recreation.* Baltimore: John Hopkins.

Franklin, D. (1986, January/February) "In pursuit of leisure". Science, p. 59.

GOB (1996) *Establishment Manual,* Vol. I. Dhaka : M/O Establishment.

GOB (1999) *Bangladesh Gazette,* Date : 8-7-1999. Dhaka : M/O Finance.

Hall, T. Douglas and Associates (1986) *Career development in organizations.* San Francisco: Josses-Bass.

Haque, M. S. (1995) *Types of outdoor recreation, park uses and planning in Dhaka municipality Area.* M. Phil. Thesis. Department of Geography and Environment. Savar: Jahnagirnagar University.

Haywood, L., Key, F., & Brandon, P. (1989) *Understanding Leisure.* London : Hutchinson.

Iso-Ahola, S. E. (1980) "Toward dialectical social psychology of leisure and recreation". In S. E. Iso-Ahola (ed.), *Social psychological perspectives on leisure and recreation* (pp. 19-37). Springfield, IL : Challis C. Thomas.

Johnston, R. J., Derek Gregory and David M. Smith ed. (1986) *The Dictionary of Human Geography.* 2nd ed. Oxford : Basil Blackwell.

Kaplan, M. (1960) *Leisure in America-a social inquiry.* New York: J. Wiley.

Kelly, J. R. (1982) *Leisure,* Englewoo Cliffs, NJ : Prentice-Hall.

Knock, Carol Wolfed and Kitch, Sally L. ed. (1994) *Women and careers : issues and challenges.* California:Sage.

Leitner et al. (1989) *Leisure enhancement.* New York: The Haworth Press.

Nabi, A. S. M. (1978) *Study of open space in Dacca City.* Dissertation presented to the Development Planning Unit, London:University College.

Noman, A. et al. (1982) *Children's recreation in Dacca as the parents look at it* (Research paper). Dacca: College of Social Welfare & Research Center.

Neulinger, J. (1980) "Introduction". In S. E. Iso-Aloha (ed.) *Social psychological perspectives on leisure and recreation* (pp.5-18). Springfield, IL : Charles C. Thomas.

Neulinger, J. (1981) *The psychology on leisure* (2nd ed.) . Springfield, IL : Charles C. Thomas.

Parker, Stan (1991) "A society of work and leisure" in *World Leisure and Recreation.* Winter 1991. Vol. 33. No. 4 pp. 22-24.

Siddiqui, M. M. R. (1990) *Recreational facilities in Dhaka city : a study of existing parks and open spaces.* MURP Thesis. Dhaka:BUET.

UNIFO (1984). *International human rights instruments of the United Nations* 1948-1982. London:Mansell publishing Limited.

Vannier, Maryhelen (1977) *Recreation Leadership*. Philadelphia : Lea & Febiger.

Weiskopf, D. (1982) *Recreation and Leisure: Improving the quality of life*, Boston : Allyn & Bacon.

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার (১৯৮৮) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান (১৯৮৮ সালের ৩০শে এপ্রিল পর্যন্ত সংশোধিত)। ঢাকা ঃ গভর্ণমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস।

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
বিক্রয়যোগ্য প্রকাশনার তালিকা

১। বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন পত্রিকা (ষান্মাষিক বাংলা জার্নাল)
১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা
২য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা
৩য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা
৩য় বর্ষ, ২য় সংখ্যা
৪র্থ বর্ষ, ১ম সংখ্যা
৪র্থ বর্ষ, ২য় সংখ্যা — টাঃ ৪০/-

২। Bangladesh Journal of PublicAdministration
Vol-1, No. 1&2
Vol-2, No. 1&2
Vol-3, No. 1&2 — টাঃ ২০/-
Vol-4, No. 1&2 — টাঃ ৪০/-
Vol-5, No. 1&2
Vol-6, No. 1&2
Vol-7, No. 1&2

৩। Post Entry Training in Bangladesh Civil Service — টাঃ ৪০/-

৪। Career Planning in Bangladesh — টাঃ ১২০/-

৫। Sustainability of Higher Agricultural Education in Bangladesh : A Case Study of Gonoshasthaya Kendra — টাঃ ৪০/-

৬। Sustainability of Rural Development Projects : A Case Study of RD-1Project in Bangladesh — টাঃ ৪০/-

৭। বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসে মহিলা — টাঃ ১২০/-

৮। Sustainability of Primary Education Project: A Case of Study of Universal Primary Education Project in Bangladesh — টাঃ ৪০/-

৯। Co-ordination in Public Administration in Bangladesh — টাঃ ১০০/-

১০। (ক) Decentralization & People's Participation in Bangladesh (board binding) — টাঃ ১৫০/-

(খ) Decentralization & People's Participation in Bangladesh (Paper back) — টাঃ ১২৫/-

১১। প্রবীন প্রশাসকের অভিজ্ঞতা — টাঃ ৭০/-

১২। Social and Administrative Research in Bangladesh — টাঃ ৭০/-

১৩। Problems of Municipal Administration — টাঃ ২৮/-

১৪। Bangladesh Public and Senior Civil Servants — টাঃ ৫০/-

১৫। প্রশাসনের অভিজ্ঞতা — টাঃ ৭০/-

১৬। অর্থনৈতিক অগ্রগতির বিশ্লেষণ — টাঃ ৬/৫০

১৭। সরকারী কর্মচারী মহিলা নির্বাহী বিকাশে সমস্যা — টাঃ ৬/৫০

১৮। প্রশাসনের বিভিন্ন পদ্ধতি — টাঃ ৬/৫০

১৯। Famine Manual — টাঃ ৭/-

২০। The Deputy Commissioner in East Pakistan — টাঃ ১৬/-

২১। Social Change and Development Administration in South Asia — টাঃ ৪৫/-

২২। Hospital Administration — টাঃ ১৮/-

২৩। District Administration in Bangladesh — টাঃ ২২/-

২৪। Hand Book for the Magistrates — টাঃ ১০০/-

২৫। লোক-প্রশাসন সাময়িকী
১ম সংখ্যা-১৫তম সংখ্যা — টাঃ ১৫/-

২৬। সামাজিক গবেষণা পদ্ধতি — টাঃ ১২৫/-

২৭। Bureaucracy in Bangladesh Perspective — টাঃ ৫০০/-

২৮। Limiting the Rule of State Prescription of the World Bank and the Bangladesh Economy — টাঃ ১০০/-

২৯। The Assessment of EL. Nino Impacts and Responses — টাঃ ২৫০/-

আরো তথ্য এবং ক্রয়ের অর্ডার দেয়ার জন্য প্রকাশনা কর্মকর্তা, বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সাভার, ঢাকা-১৩৪৩। এই ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।

লোকপ্রশাসন সাময়িকী বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ত্রৈমাসিক বাংলা জার্ণাল। এতে কেন্দ্রের অনুষদ সদস্য, সরকারী কর্মকর্তা, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে প্রধানতঃ নবীন লেখকদের বাংলা ভাষায় লিখিত লেখাসমূহ মুদ্রিত হয়। প্রবন্ধের বিষয়বস্তু লোকপ্রশাসন, ব্যবস্থাপনা, উন্নয়ন অর্থনীতি, প্রশিক্ষণ প্রভৃতি বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত হতে হবে। কেন্দ্রের প্রশিক্ষণের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ বিষয়ে লেখা/প্রবন্ধ সাময়িকীতে প্রকাশের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পাবে।

◆ প্রবন্ধ অবশ্যই স্বরচিত ও মৌলিক হতে হবে এবং অন্য কোন পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ গ্রহণ করা হবে না। প্রেরিত লেখার সাথে এই মর্মে লেখককে একটি বিবৃতি দিতে হবে।

◆ প্রবন্ধ সাদা কাগজের (A4 size) এক পৃষ্ঠায় ডাবল স্পেসে মুনীর কী বোর্ডে প্রশিকা ফন্টে টাইপকৃত (কম্পিউটার কম্পোজ) হতে হবে। মূল কপিসহ পান্ডুলিপি ২ কপি ও Diskette জমা দিতে হবে।

◆ প্রবন্ধের উপরে আলাদা কাগজে প্রবন্ধের বাংলা ও ইংরেজী শিরোনামসহ লেখকের নাম উল্লেখ করতে হবে। প্রবন্ধের অন্য কোথাও লেখকের নাম উল্লেখ করা যাবে না।

◆ প্রতিটি পান্ডুলিপির সাথে অবশ্যই অনধিক ১৫০ শব্দের মধ্যে ইংরেজীতে একটি নির্যাস (Abstract) থাকতে হবে।

◆ প্রবন্ধ অনধিক ৬০০০ (ছয় হাজার) শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে; মুদ্রিত ২০ বিশ) পৃষ্ঠা।

◆ প্রবন্ধে পাদটীকা, তথ্য নির্দেশিকা ও গ্রন্থপঞ্জি ইত্যাদি উল্লেখ করার ক্ষেত্রে প্রমিত নিয়ম অনুসরণ করতে হবে। লোকপ্রশাসন সাময়িকীর ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত নিয়ম অনুসরণ করা হয়ঃ

বই ঃ Siddiqui, Kamal (1996) *Towards good governmence in Bangladesh*, Dhaka : UPL.

সিদ্দিকী, কামাল (১৯৯৬) *বাংলাদেশের গ্রামীণ দারিদ্র ঃ স্বরূপ ও সমাধান।* ঢাকা ঃ ডানা প্রকাশনী।

জার্নাল ঃ Khan, Abar Ali (1980) Decentralization for rural development in Bangladesh. *Bangladesh Journal of Public Administration* 3(1) : 1-40.

রহমান, মোঃ হাসিবুর (১৯৯৮) প্রাতিষ্ঠানিক যোগাযোগ ঃ কতিপয় কৌশল। *লোকপ্রশাসন সাময়িকী।* ১২ ঃ ১২৯-১৩৭।

◆ পান্ডুলিপি সম্পাদকের নিকট জমা দিতে হবে। প্রাপ্ত প্রবন্ধাদি প্রকাশের ক্ষেত্রে সম্পাদনা পরিষদের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।

◆ মনোনীত প্রবন্ধের ক্ষেত্রে লেখককে প্রতি মুদ্রিত পৃষ্ঠার জন্য ২০০ (দুইশত) টাকা হারে সম্মানী প্রদান করা হয়।